সত্যের পথে

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।



মূল্য দশআনা

প্রকাশক ঃ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,
কাত্যায়নী লাইব্রেরী, পোঃ নিজবুরুঙ্গা, শ্রীহট্ট

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

দীনময়ী লাইব্রেরী, শ্রীহট্ট।
কাছাড় লাইব্রেরী, শিলচর।
কুলজা সাহিত্য-মন্দির, ৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রিট,
কলিকাতা।
কাত্যয়নী লাইব্রেরী, পোঃ—নিজবুরুঙ্গা
দ্বিন্দ্রেজনাথ ভট্টাচার্য্য, কালীঘাট হিন্দুহোষ্টেল,
শ্রীহট্ট।

পিতামহী—

স্বর্গীয়া কাত্যায়নী দেবীর চরণোদ্দেশে —

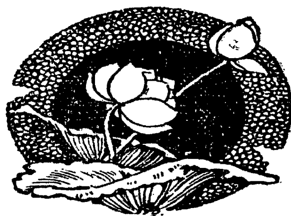
ভক্তি-নৈবেদ্য

দাদুমা, বিশ্বের আলোয় চোখ মেলে সেই যে প্রথম তোমায় চিনেছিলুম, সেই হতে ক্ষুদ্র এই জীবনটী তোমার স্নেহের ক্রোড়ে কিই না পুলকে ধীরে ধীরে ফোটে উঠ্‌ছিলো ! কতই না স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলে তুমি তা'কে ! তারপর স্বর্গ থেকে তোমার আবাহন এসে পৌছলো,—তুমি ছেড়ে চলে গেলে ! তোমার বাণীটি— এযে অনুখন প্রাণে জেগে আছে, "ওরে মরে গেলেও তোদেরে কি আমি ভুলতে পারিরে! আকাশের ঐ তারারই মতো উপর থেকে আমি তোদের পানে চেয়ে দেখ্‌বো !—তোদের মুখের হাসি দেখে স্বর্গ থেকে আমি আনন্দের হাসি হাস্‌বো !" জানিনা, কোন্ তারাটীর হাসি হ'তে আমার দাদুর আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়ছে !

তোমারই আশীর্ব্বাদের ক্ষুদ্র একটী কণিকার সাথে আমার অন্তরের অর্ঘ্য মিশায়ে আজ তোমার পূজার অর্ঘ্য রচেছি, দাদু ! আমার প্রাণের উপহার পায়ে নাও দেবি ! আমার পূজা গ্রহণ করো।

তোমার স্নেহের

দিগিন্



উপহার

নিবেদন।

আমার স্কাউট-ভ্রাতারা ও অন্যান্য ভাই বন্ধুরা "সত্যের পথে" এর সকল দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। তাই আমার এ সাহস। ভাইদের কাছে এই উপহার।—কাজেই ক্ষুদ্র হইলেও আদর পাইবে আশা আছে।

'সত্যের পথে' এর ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ সম্বন্ধে বলিবার আমার কিছু নাই।—লিখিবার সাধ, তাই লিখিয়াছি।

আসামের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রভিন্সিয়াল কমিশনার অব্ স্কাউটস্, মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ (লণ্ডন), স্কুল সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টার মহাশয় অনুগ্রহ করতঃ 'সত্যের পথে'র একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা পরে উদ্ধৃত হইল। 'সত্যের পথে' তাঁহার বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহাকে আমার বিনীত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

'সত্যের পথের' মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ ও অন্যান্য সকলকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আষাঢ়, ১৩৩৫
নিজবুরুঙ্গা, শ্রীহট্ট।

বিনীত—
শ্রীদিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সত্যেরপথে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সত্যের সাধনাকে আমাদের দেশবাসীর চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গীতের ভাষায় গাহিয়াছেন,—

"মোরা সত্যের' পরে মন, আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্য ধন,
জয় জয় সত্যের জয়!
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়,
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়!"

শ্রীহট্ট রাজকীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের স্কাউট-সঙ্ঘের অন্যতম নেতা শ্রীমান্ দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 'সত্যের পথে'র নাট্য-চিত্রে এই সত্যের সাধনাকে মূর্ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্কাউট-মন্ত্রের সাধন-পথে যাহারা তীর্থযাত্রী হন, তাহাদিগকে 'ব্রতীবালক', 'সেবক', 'শান্তিসেনা' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু নামের পেছনে আসল বস্তুটী খুঁজিয়া দেখিলে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, মহৎ লক্ষ্যের সম্মুখে আত্ম-বলিদান, পরহিতে নিজের সুখ-স্বার্থ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা; প্রেমে, মৈত্রীতে, ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণে বিশ্ব-মানবকে আপনার পরিবার বলিয়া গ্রহণ ও সর্ব্বোপরি সত্য যাহা, ন্যায় যাহা, ধর্ম্ম যাহা, তাহাতে

কায়মনোবাক্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বীরোচিত সাহস ও নৈতিক শক্তির বলে সংসারের সকল পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে সত্যকে, ন্যায়কে, ধর্ম্মকে নিজের ও অন্য সকলের জীবনে জয়যুক্ত করিয়া তোলা—এই কয়টি স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশই স্কাউট-জীবনের বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

লেখক 'বিজিত' ও 'অধীরের' জীবনে এই মহত্ত্বের, বীরত্বের, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার, নির্ভীক-চিত্ততার স্বর্গীয় আদর্শ অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার ভাষা যেমন সরল ও স্বাভাবিক, ভাব ও চিন্তা তেমনই ঊর্দ্ধমুখীন ও প্রাণস্পর্শী। স্থানে স্থানে লেখকের লিপি-কৌশল বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা-চাতুর্য্য ও কল্পনা-সম্পদকে উজ্জ্বল ভাবে আমাদের স্মৃতিপটে টানিয়া আনিয়াছে। বীজের মধ্যে যেমন ভাবী-বৃক্ষের বিকাশ নিহিত থাকে, তেমনি এই তরুণ কথা-শিল্পীর প্রথম-তুলিকা-পাতে ভবিষ্যৎ-কবি-প্রতিভার পূর্ব্বগামী ছায়া সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে। এই নাট্য-কাব্যটির দৃশ্যগুলি পড়িতে পড়িতে আমার মনে স্বতঃই এই শুভাকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়াছে যে, এই নবীন লেখকের যে বীজ-শক্তি এই প্রথম উদ্যমের মূলে প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্ম-গোপন করিতেছে, তাহা যেন উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে একটি ফলবান্, ছায়াবান্ বৃক্ষে পরিণত হয়।

সাধক বিজিতের জীবনকে গ্রন্থকার স্বর্গীয় সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমাদের দেশের তরুণ সমাজে এরূপ জীবনের অনুপ্রাণনা স্বর্গের মন্দাকিনীর মতই অমৃত-

ধারা প্রবাহিত করুক—ইহা যুবক-ভারতের হিতৈষী মাত্রেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রেয়ের উপর শ্রেয়কে, আমার ইচ্ছার উপর মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ইচ্ছাকে, আমার স্বার্থের উপর বিশ্ব-জাগতিক কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 'বিজিত' ও 'অধীরের' মত সাধকদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মের নামে যেখানে কেবল অর্থহীন অনুষ্ঠান, নীতির নামে যে সময়ে কেবল অতীত সংস্কারের অন্ধ-অনুবর্ত্তন, সে দেশে সেই যুগে সত্যের এই আহ্বান বড়ই উপযোগী বলিয়া মনে হয়। ছাত্র-সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল; বর্ত্তমান যুগের যুবক-সমাজই পরবর্ত্তীকালে স্বদেশ-সেবা-ব্রতের পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিবেন। এই ছাত্র-সমাজ ও যুবক-সমাজের নিকট বিনীত অনুরোধ—তাহারা 'সত্যেরপথে' এর দুর্গম পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্রতী হউন ও স্কাউটের সত্য-সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বলুন,—

"আমরা স্কাউটদল, ও ভাই, আমরা স্কাউটদল,
সত্য মোদের লক্ষ্য, ও ভাই, সত্য মোদের বল।"

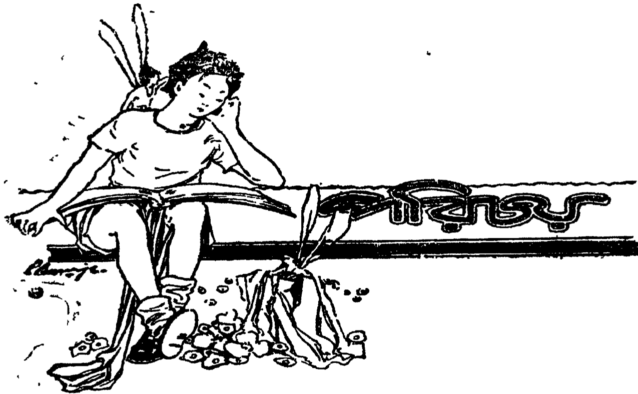
শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়।

স্কাউট-সঙ্গীত

আমরা স্কাউটদল, ও ভাই, আমরা স্কাউটদল,
সত্য মোদের লক্ষ্য, ও ভাই, সত্য মোদের বল।
(কোরাস্)

কর্ম্মে মোদের ধর্ম্ম, মোদের কর্ম্ম সাধনা,
পরের 'পরে স্কাউট কভু চেয়ে থাকেনা,
তোরা, কোথায় কেরে আছিস্ বসে চল্‌রে, ওরে চল্
একটী ডোরে বাঁধা সবাই আমরা ক'টি ভাই,
ছোট-বড় উঁচু-নীচু মোদের মাঝে নাই ;
ওরে, দীক্ষা যা'দের বিশ্বপ্রেমে ভয় কি তাদের বল্।
বিপদ দেখে পিছিয়ে যে যায় স্কাউট সেতো নয়,
দুঃখীর ব্যথা স্কাউটেরা বুক পেতেই লয়,—
সবার সেবক আমরা আছি লজ্জা কি তা'য় বল্।
আপনারে বড় করে স্কাউট দেখেনা,
মানুষ তা'রা, স্কাউট তা'রা—একটু ভুলেনা,
তোরা, যেথায় দেখিস্ নীচতা, তা' দল্‌রে, পায়ে দল্।





রাজীবলোচন	...	বৃদ্ধ জমিদার।
অরুণ ...	...	ঐ পুত্র।
অধীর [স্কাউট]	...	,, ,,
বিজয় ...	...	যুবক জমিদার।
বিজিত [স্কাউট]	...	ঐ ভ্রাতা।
মোহিত	...	রাজীবলোচনের বন্ধুপুত্র।
হরিশর্ম্মা ...	...	কুটিল বৃদ্ধ।
তারিণীচরণ ...	...	রাজীবলোচনের নায়েব।
কালা ...	...	বিজয়ের বালক-ভৃত্য।

স্কাউট-মাষ্টার, গ্রামবাসীগণ, লাঠিয়াল, ভৃত্য ইত্যাদি।

সত্যের পথে

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—স্কাউট-কক্ষ।   কাল—প্রভাত।

স্কাউট মাষ্টার ও বিজিত।

বিজিত। বুঝেছি গুরুদেব, আজ হতে আমার কর্ত্তব্য কত বৃহৎ—কত কঠিন! বুঝেছি, আজ থেকে আমার সত্য কোথায়।

স্কাউট মাষ্টার। বিজিত! উপরে ভগবান আর নিম্নে এই বিশাল বিশ্বের দিকে চেয়ে, এই পবিত্র স্কাউট-ব্যাজকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করো—আজ তুমি যে দীক্ষা নিচ্ছো, এর মর্য্যাদা তোমা হতে কখনো ক্ষুণ্ণ হবেনা। প্রতিজ্ঞা করো—সত্য পথ থেকে কখনো দূরে সরে যাবে না।

বিজিত। প্রতিজ্ঞা কর্ছি—এ দীক্ষার মর্য্যাদা আমাহতে কখনো ক্ষুণ্ণ হবেনা। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি—আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আজীবন সত্যের সেবা কর্তে চেষ্টা কর্বো। আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমার সহায় হৌক্।

স্কাউট মাষ্টার। ভগবানের শুভ করুণা-ধারা তোমার অভিষেক করুক। এই ব্যাজ তোমায় পরিয়ে দিলুম। আমার এ দান সার্থক হউক। আশীর্ব্বাদ করি—'ভদ্র হও, ধন্যহও, ভারত-মাতার হও উপযুক্ত পুত্র'। আশীর্ব্বাদ করি—জীবনের পথে চিরদিন এগিয়ে চলো—ধর্ম্মের মতো মহান্ সমুদ্রের মতো বিরাট, আকাশের মতো উদার, ঐ সূর্য্যের মতো চির উজ্জ্বল—চির ভাস্বর!

বিজিত। এ দান, এই আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলুম। এই মঙ্গল-বাণী যেন আমার জীবন-পথে চির অগ্রদূত হয়ে থাকে।

স্কাউট মাষ্টার। ভগবান তা'ই করুন। আজ হতে এই বিরাট স্কাউট-সঙ্ঘের তুমি এক নবীন সেবক। তোমার সেবা তা'কে আরো মহীয়ান্ করে তুলুক। তোমার গরিমায় দেশের মুখ উজ্জ্বল হৌক্।

বিজিত। আশীর্ব্বাদ হউক সার্থক! দীক্ষা মোর হউক সফল! [অভিবাদন করিয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বিজয়ের বহিঃকক্ষ । কাল—পূর্ব্বাহ্ণ ।

অরুণ ও বিজয় ।

অরুণ । ভিত্তিহীন অনুযোগ তব ।
বিজয়, আমি তোমার বন্ধু,
চিরদিন বন্ধুই রহিব ।
শত্রু আমি তব ? বিশ্বাস করিতে পারো সখা ?
যে তোমারে শৈশব হইতে
বেছে নিছে আজন্মের সহচর বলি,
যাহার হৃদয় খানি
অনুখন তৃপ্ত ভালবাসিয়া তোমারে,
শত্রু সে তোমার !
বিশ্বাস করিলে বন্ধু ?

বিজয় । কিন্তু, তুমি—

অরুণ । কিছু 'কিন্তু' নয়—
ভু'লে যাও সব,
আর একবার, অতীতের নন্দনের মাঝে
ফিরে এসো প্রিয়তম !

মনে করো অতীত ছবিটা শুধু—
যবে দুইটি বালক, খেলিতে খেলিতে
ক্লান্ত হয়ে ঘুমাইত—
বক্ষে বক্ষে, প্রাণে প্রাণ মিশি',
প্রভাতী পাখীর গানে
ঘুম ভেঙ্গে ছুটে যেতো দুইটি হৃদয়
পরস্পর পানে।
কোথা কেটে যেতো দিন—
সান্ধ্য-বায়ু আসিত নামিয়া যবে আঁধারের বুকে—
আঁধার ফেলিত ছেয়ে দুইটী হৃদয়।
দুইটী কিশোর, বিদ্যালয়ে একসাথে
অপরের ঈর্ষ্যা-দৃষ্টি মাঝে
একসাথে একমনে চলে যেতো ভেসে।
প্রথম যৌবনে—
কত হাসি, কত স্বপ্ন মাঝে,
কত ভাঙ্গা, কত গড়া দিয়ে
কিইনা সুখের ছবি আঁকিতো তাহারা!
তারপরে ঝঞ্ঝাবাত
দুজনারে নিল দুই পথে,—
তবু তা'রা চলিতে চলিতে

ফিরে যেতো অতীতের স্বপনের মাঝে !
শুধু এই—শুধু এই—
ভুলে যাও আর যত কথা,
সেই তুমি সেই আমি,
অতীতের আমরা দু'জন।
আমি শত্রু তব ?
বিশ্বাস করিতে পারো সখা ?

বিজয়। আমারে করিও ক্ষমা।
এই যেন সত্যবলে মেনে নিতে পারি।
আমার অন্তরখানি ভেঙ্গে চূরে যায়
শত্রু বলি ভাবিতে তোমারে।
অরুণ ! অরুণ ! এই যেন সত্য হয় ভাই !
পিতারে বলিও তব, আমারে স্নেহভিক্ষা দিতে,
তুচ্ছ স্বার্থ লাগি'
আমার হৃদয়-খানি
যেন নাহি ভেঙ্গে দেন ভাই !

[বিজিতের প্রবেশ]

বিজিত। দাদা, আসিয়াছি তোমাদের নিতে আশীর্ব্বাদ।
আমার দীক্ষার মান—
আমি যেন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি।

সত্য করিয়াছি,—দাও আশীর্ব্বাদ !
তোমাদের আশীর্ব্বাদে
সত্যধর্ম্ম মোর রহিবে অটুট্ ।

বিজয় । এসো ভাই, [পরম স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন]
আমাদের স্নেহের বর্ম্ম
তোমারে থাকুক ঘিরি চিরদিন তরে ।
ঈশ্বরের করুণা লইয়া—
ধর্ম্মপথে চলো সদা চির-গরীয়ান্ ।
তোর গর্ব্বে ধন্য হোক্ দাদা তোর
প্রিয়তম ভাইটী আমার !

অরুণ । সফল-জীবন-গর্ব্বে মহীয়ান্ হও ভাই !
[আলিঙ্গন]

[স্কাউট-বেশে অধীরের প্রবেশ]

অধীর । [স্মিত হাস্যে] ছোটদা' বড়ই স্বার্থপর ।
আমি খুঁজে খুঁজে সারা, আর তুমি
এরই মাঝে এসে, একা লুটেনিলে—
আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন সব !
আমি ও থাবনা ফিরে
শুধুহাতে, অমনি, একাকী !

বিজিত। কেন যাবি?—এ সঞ্চয়—এতো তোরই লাগি।
এই তোর সব, আর এই সাথে নে
তোর ছোড়দা'র বুকভরা স্নেহের কণিকা!
[অধীরকে বক্ষে ধারণ]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কুটীর প্রাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ন।

গৃহমধ্যে উত্তেজিত হরিশর্ম্মা।

হরিশর্ম্মা। কাল-সাপের মাথায় কুক্ষণে পা দিয়েছো, অরুণ! এর কাল-বিষ তোমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়্‌বে না। বুঝ্‌বে এর জ্বালা কত ভয়ঙ্কর। পার্‌তাম তো এম্‌নি করে পিষে ফেল্‌তাম। হরিশর্ম্মা—দ্বিতীয় চাণক্য! সে কখনো অপমান ভুলে না। এতদিন সমাজের উপর অবিচারে তার অবাধবাণিজ্য চালিয়ে এসেছে সে—আর আজ সে ঘৃণিত, উপেক্ষিত হয়ে থাক্‌বে! কখনো নয়! এম্‌নি করে চূর্ণ করে তবে ছাড়্‌বো। জ্বালিয়ে মার্‌বো। হরিশর্ম্মার কাজের উপর টু কর্‌বে—কারো বাপের সাধ্য হয়নি। আর তোমাদের এতদূর সাহস! ছোট-লোকের কাছে আমাকে অপমান!

আমাকে প্রতারক বলে ডাকা! আমাকে লম্পট বলা! আমাকে মোড়ক বলা! জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌বো না তোমাকে? হরিশর্ম্মা—এ দ্বিতীয় চাণক্য। পিষে ফেল্‌তে পারিনা? [ক্রুদ্ধ-আক্রোশে পাদচারণ করিতে লাগিলেন] হরিশর্ম্মাকে অপমান? সর্ব্বনাশ কর্‌বো। [পরিক্রমণ] সবে মাত্র ঘূণ ধরিয়েছি বই তো নয়! তিলে তিলে মার্‌বো! বন্ধুত্ব ভাঙ্‌বো। এই বন্ধুকে দিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বো—দূরে বসে মজা দেখ্‌বো। হরিশর্ম্মা—এ দ্বিতীয় চাণক্য, অপমান ভুলে না।

দৃশ্যান্তর।

স্থান—বিজিতের কক্ষ, কাল—অপরাহ্ণ।

পাঠ-নিরত বিজিত।

হঠাৎ ভীতভাবে দৌড়িয়া আসিয়া কালা

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিজিত। [ত্রস্তভাবে] কি রে কালা, কি হয়েছে?

কালা। [ভীতস্বরে] ওরে বাবারে! বু-বু-বু-বু-বু-বু··· ।

বিজিত। সে কি!

কালা। [বিজিতের কাছে সরিয়া আসিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল] বু—বু—বু—বু—বু······ ।

[হরিশর্ম্মার প্রবেশ]

বিজিত। কে, চাটুয্যে মশায়? আসুন।

[কালা ভীতভাবে বিজিতের কাছে সরিয়া দাঁড়াইয়া হরিশর্ম্মার দিকে সভয়-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল]

বিজিত। ও কিরে কালা?

কালা। [নিম্নস্বরে] বু—বু—বু—বু……

হরি। বাবা বিজিত, তোমার দাদা কোথায় বাবা?

বিজিত। দেখ্‌তো কালা, দাদা কোথায়। চাটুয্যে মশায়কে তা'র কাছে নিয়ে যাতো।

[কালা মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল]

বিজিত। কেন রে?

কালা। বু—বু……

বিজিত। বু—কিরে?

কালা বু—ত্।

বিজিত। [হাসিয়া] পাগল! [হরিশর্ম্মাকে] আসুন, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান]

দৃশ্যান্তর।

স্থান—প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ। কাল—অপরাহ্ণ।

বিজয় ও হরিশর্ম্মা।

হরি। বাবা, আমরা গরীব মানুষ। ও সব বড়লোক-দের বাদ-বিসম্বাদে আমাদের থাক্‌তে নেই। তবুও কি কর্‌বো বাবা, তোমাদেরে কোলে-পিঠে করে এত বড় হতে দেখেছি, কেউ তোমাদের কিছু বল্‌লে প্রাণটায় বড় লাগে, তাই মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা না বলে থাক্‌তে পারিনা। এই জন্যই তো সবাই আমার শত্রু। তা' হোক্ ক্ষতি নাই। তোমাদের বাপ-পিতামহের আশীর্ব্বাদে কোনো-রকমে তোমরা সুভালয় থাক্‌লে আমার দিনগুলো কেটে যাবে। গরীব বলে আমরা কি মানুষ নই, যে যা'তা' বলে লোভ দেখিয়ে এভাবে অপমান করা। যা'র খাই, তার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দোবো—একি ধর্ম্মে সইবে বাবা! আর এত ভয় দেখানোই বা কেন? বলি, তুমি না হয় বড় আছ—না হয় তোমার রাজসম্পদ আছে, তা' বলে, আমার বিজয়-বিজিত তা'রাও কিছু তোমার চাইতে ছোট নয়।

বিজয়। এযে আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্চ্ছিনা, চাটুয্যেমশাই! অরুণ কখনো এমন হতে পারে না। সে যে আমায়—

হরি। তা বাবা, একি আমিই ভাব্‌তে পার্‌তুম, না আর কেহ পার্‌তো। বিজয় আমার, অরুণ বল্‌তে অজ্ঞান। অরুণও তো আগে এমন ছিল না। তা' তোমার কষ্ট হবে বৈকি বাবা, সকলেই তো জানে তা'কে তুমি কত স্নেহ কর। হরি হে দয়াময়! এইতো সংসার! স্বার্থ বাবা, স্বার্থ মানুষকে সব কর্ত্তে পারে!

বিজয়। অরুণ এমন হতে পারে। আপনি হয় তো ভুল বুঝেছেন চাটুয্যে মশাই! এযে অসম্ভব!

হরি। তার বুড়ো বাপইতো তাকে এমন করেছে বাবা, নইলে গোড়ায় তো সে এত খারাপ ছিলো না।

বিজয়। আচ্ছা, আমি নিজে তাকে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বো।

হরি। [কপট ভয়ে] সাবধান বাবা, ও কাজটী করোনা। আমার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও টের পেলে তা'রা বাপ-বেটাতে আমাকে আস্ত রাখ্‌বে না। আমার দিকে চেয়ে এমন কাজটী কখনো করোনা বাবা। দু'দিন যাক্‌। সত্য-মিথ্যে অম্‌নিই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

বিজয়। আপনি তা'হলে আসুন এখন। আমি ভেবে দেখি।

হরি। ভয় কি, বাবা। যা'ই করুক, হরিশর্ম্মার কাছে কোনো বুজ্‌রুকিই লুকানো থাক্‌বে না। আসি তবে বাবা।

[প্রস্থান]

বিজয়। [কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে]
এও কি সম্ভব !
অরুণ এমন হতে পারে ?—সে আমারে
কত ভালবাসে !
বিশ্বাস হয় না। [পরিক্রমণ]
অরুণ আমারে ভালবাসে,—
ভ্রাতৃসম স্নেহ করে মোরে।
[পরিক্রমণ]
কিন্তু অবিশ্বাস কেমনে করিব ?
আমি সাথে লয়ে মোর
উন্মুখ আগ্রহ
ফিরি তা'র পানে,
বিজিতের মতো
আমি তারে ভাই বলে জানি।
এই হিংসা, এই ঈর্ষ্যা, এই কুটিলতা—
প্রতিদান এই ! ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি'
এত ভালবাসা সব ফেলিলে মুছিয়া !
বিশ্ব কি কেবলই স্বার্থের বিষে ভরা ?
স্নেহ, প্রেম—আর কিছু নাই ?

[দীর্ঘ নিশ্বাস]

অরুণ !

করিবে পাগল তুমি মোরে।

[ধীরে ধীরে গিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—
যেন মূর্ত্তিমন্ত বিষণ্ণতা]

দৃশ্যান্তর।

বারান্দায় কালা বসিয়াছিল। হরিশর্ম্মা ভিতর হইতে আসিয়া তাহার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পরে তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"হতভাগা, আমাকে দেখে বু—বু—করা, আমাকে ভূতবলা।—আস্ত রাখ্‌বো না।" [এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।]

কালা ভীতভাবে "ওরে বাবারে, বু—বু—বু—বু—" করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পথপার্শ্ব। কাল—সন্ধ্যা।

পথপার্শ্বে শয়ান রুগ্ন-কাতর মোহিত।

মোহিত। [আর্ত্তস্বরে] এ সংসারে যা'র কেহ নাই,
মরণ ! তুমিই তা'র ভাই।

এসো মৃত্যু !
আমি তব প্রতীক্ষায়,—
তুমিও থেকোনা দূরে সরে ।
শেষ সাথী ! শেষ বন্ধু মোর !
আমারে সদয় হও ।
সেই আমি !—একটী সোণার স্বপ্ন-স্মৃতি !
আর আজি ?—আজি আমি হীনতম
পথের কাঙাল !—তারো চেয়ে হীন !
আজি আমি সব হারা,
সঙ্গীহীন, একা, নিঃসহায়,
জগতের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত,
মরণের শেষ প্রতীক্ষায় ।
আয় মৃত্যু !
ক্ষুদ্র জীবনের মোর সব জ্বালা
তোর স্পর্শে হোক্ অবসান ।—
শান্তি দে আমারে—
আমারে নিষ্কৃতি দেরে ভাই !

[অধীর এতক্ষণ পেছনে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন । শুনিয়া তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল । ব্যথিতস্বরে ডাকিলেন]—দাদা !

মোহিত। [অধীরের দিকে চাহিয়া]
দাদা বলে সম্বোধন করিলে আমারে—
আশীর্ব্বাদ লহ।
পথের কাঙালে, দিলে তব দাদার আসন !
কে তুমি, স্নেহের ছোট-ভাইটী আমার ?
অধীর। অধীর আজ হ'তে তোমার ছোট ভাই।
বড় কি পেয়েছো ব্যথা দাদা ?
মোহিত। বহুদিন ধরে'
একটি স্নেহের কথা আমারে কহে নাই কেহ।
তোমার এ স্নেহের বাণী
আমারে আকুল করিয়াছে।
মরণের ছিনু প্রতীক্ষায়—
বাঁচিবার সাধ পুনঃ তুমি জাগাইয়া দিলে।
অধীর। বড় কি পেয়েছো ব্যথা দাদা ?
মোহিত। ব্যথা ?—বুঝিবেনা ভাই—
কত ব্যথা আমার কিশোর হৃদয় খানি
দিবানিশি জ্বালার দহনে দিতেছে জ্বালিয়ে !
বুঝিবেনা—কি আগুণ জ্বলিছে হৃদয়ে !
বুঝিবেনা—বুঝিবেনা প্রাণের দহন !
পিতৃহারা, মাতৃহারা, ভাইবন্ধু সব গেছে ছাড়ি'।

বংশের একক নন্দন—
স্বপ্নে গানে আত্মহারা কেটে যেতো দিন।
সহসা মরণ-ঝঞ্ঝা সব স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে,
গান থেমে গেছে,
আমারে রাখিয়া গেছে আমার অদৃষ্ট মাঝে।
এই সে অদৃষ্ট মোর—
এই শীর্ণদেহ, এই ক্ষীণপ্রাণ,
এই ধূলিশয্যা, এই উপেক্ষা, অবজ্ঞা,
এ মোর নিয়তি!
অধীর!
দয়াল বিধির লিখা এ মোর অদৃষ্ট-লিপি ভাই!

অধীর। না দাদা,
এ হ'তে পারেনা তব অদৃষ্ট কখন।
আজিহতে অধীরের পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুমি—
চেনোনা দাদারে মোর? অরুণ তাহার নাম
তোমারে পাইলে দাদা কত খুসী হবে।
আজি হতে তুই দাদা মোর,
আজি হতে তিন পুত্র আমার পিতার।
চলো সাথে মোর।
[প্রবল আগ্রহে মোহিতের হাত ধরিলেন]

মোহিত। [আনন্দে, প্রেমে, প্রশংসায় অধীরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন]

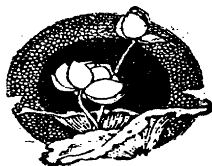
ভাষা মোর মূক হয়ে গেছে,
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে উচ্ছ্বাস,
রুদ্ধ হয়ে গেছে সব বাণী !
শৈশবেই মাতৃ-পিতৃহারা—
সাথী শুধু দুঃখের নিঃশ্বাস,
সহচর—জগতের উপেক্ষা-অবজ্ঞা।
এমন স্নেহের বাণী বহুদিন কেহ কহে নাই !
পিতা মোর' আমারে সঁপিয়া দিয়া বাল্যবন্ধু করে
চলি' গেলা কোন দূর দেশে—
আমার অদৃষ্ট-মাঝে আমারে ছাড়িয়া।
সেই মোর পিতৃ-বন্ধু—আমি যাঁ'রে—
পরম নির্ভয়ে আপনার বলি' চিনেছিনু—
সেই মোর পিতৃসম পূজনীয় গুরু,
অভাগারে অবোধ, একাকী, বসাইয়া পথে
বন্ধু-ঋণ শোধিলা সুন্দর !
সেই হতে ভাগ্য মোর
আমারে ঘিরিয়া আছে।
বুঁজে গেছে ফুটন্ত হৃদয় মোর, না হতে বিকাশ।

আমি আজ মৃত্যু-প্রতীক্ষায় পথের কাঙাল
অধীর ! আমি পথের কাঙাল !

অধীর । অধীরের দাদা নহে পথের কাঙাল ।

মোহিত । কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবো তোমারে !
তুমি যে অতীত তার !
তুমি নহ এ মর্ত্ত্যের কেহ,
দীনে তব এত দয়া !
হীন কাঙালে তব এতই করুণা !
দগ্ধ-শুষ্ক এই জীবন সম্মুখে
সজীব, সুন্দর এক প্রেমময় ছবি
উঠিছে জাগিয়া ।
একি অজানিত সুখ !
একি হৃদে আনন্দ-স্পন্দন !

[অধীরকে আলিঙ্গন]



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—প্রাসাদ প্রকোষ্ঠ। কাল—অপরাহ্ণ।

রাজীবলোচন, তারিণীচরণ ও হরিশর্ম্মা।

রাজীব। ছোঁড়াটার স্পর্দ্ধা তো দেখ্‌ছি কম নয়। বাপ্‌তো এমন ছিলো না। কিন্তু—

হরিশর্ম্মা। আজ্ঞে, ছেলে ওটা পূরণ করে নিয়েছেন। একেবারে পূরোপূরি গোঁয়ার-গোবিন্দ। মাথার ওপর আপনারা যে এখনো আছেন, ওটা তো গায়েই মাখেন না, বরং উল্‌টে যে সব কথা বলেন, আপনি দেশের রাজা, কি বল্‌বো, আপনাকেও—

রাজীব। 'পিপীলিকা পাখা ধরে মরিবার তরে।' আমারো নাম রাজীবলোচন। দু'দিনেই পাখা ভেঙ্গে দিতে পারি। তবে কিনা, তোমাদের তো আর অজানা নেই, কথাটা হচ্ছে, ওর বাপ শেষ সময়ে বল্‌তে গেলে আমারই

হাতে তা'র সব দিয়ে গেছে। এর জন্য লোকতঃ—ধর্ম্মতঃ আমি ওদের হিত দেখ্‌তে বাধ্য। কি বল হে তারিণী?

তারিণী। আজ্ঞে, দেশের সবাই বলাবলি করে যে আমাদের কর্ত্তামশায়ের মতো লোক আর দু'টী নেই।

হরিশর্ম্মা। তা'কি আর বল্‌তে! সে'দিনও বিজয় ছোঁড়াটার সাথে এ নিয়ে মস্তবড় ঝগড়া। আমি এই কথাটা বলেছিলুম বলে আমায় কি না তেড়ে মার্‌তে আসে। তা' আমিও পিছুবার পাত্রটী নই। বলি, কর্ত্তামশায় জীবিত থাক্‌তে তোমার মতো কেঁচো-চিংড়িকে আমরা থুড়াই 'কেয়ার' করি।

রাজীব। হুঁ! বিষদাঁত ভাঙ্‌তে আর কিছু বেশীদিন লাগ্‌বেনা। তবে কিনা আমি, তোমরা সবই জানো, বড় এক কথার মানুষ। তুমি ভালো, তো আমিও ভাল। আর তুমি যদি এক কড়ার না হয়ে তিন কড়ার ফোঁস ফোঁসানি দেখাও, আমিও বাবা, মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে তবে না ছাড়্‌বো। এতে যে যা'ই বলুক। কি বলহে চাটুয্যে।

হরিশর্ম্মা। এ ও কি কথা! আপনারা শাসন না কর্‌বেন তো কে কর্‌বে। বলে, ভালো যে, মন্দও সে। তা' আবাগীর ব্যাটারা এটা-ওটা পাঁচ কথা বলে বলুক।

রাজীব। তুমি ঠিক আমার মনের কথাটাই বলেছো। সকলের কথায় কাণ দিলে চলে না।

তারিণী। কর্ত্তামশায় বলে তবু যা' সয়ে যান। আর কেউ হলে ওসব খেঁকীদের ফেউ একদিনেই ঠাণ্ডা করে দিতো।

হরিশর্ম্মা। মাটির মানুষ হে, মাটির মানুষ! কর্ত্তা একেবারে মাটির মানুষ।

রাজীব। কথাটা হচ্ছে কি, একজন এক কথা বলে, আচ্ছা, বলুক না। এতে তো আর আমার গায়ের মাংস দু'টুক্রো খসে পড়ছে না, বা রক্ত কিছু জল হয়ে যাচ্ছে না। আর, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধানো আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই। হরি হে অধম-তারণ! [ক্ষণেক মৌন থাকিয়া] বিজয় ছোঁড়াটা তবে বড়ই বেড়ে উঠেছে, কেমন হে চাটুয্যে?

হরিশর্ম্মা। আজ্ঞে, ব্যাটা হাড়ে হাড়ে অসৎ। ঐ যে আপনার বড় বাবাজীর সঙ্গে বাহিরে একেবারে একপেট, কিন্তু ব্যাটার ভিতরের মতলব যদি বাবাজী বুঝ্তেন, তবে আর ওদিক হতেন না। আপনি আর কদিনই বা, তারপর, বুঝ্লেন কিনা, বাবাজীকে হাতে রাখ্তে পার্লে তো আর কথাই নাই। সাধে কি আর বলি, ব্যাটা হাড়ে হাড়ে অসৎ।

রাজীব। বলো কিহে, সেদিনের ছোঁড়া, আমাকেও দেখ্‌ছি—

হরিশর্ম্মা। আজ্ঞে, ওসব বড় ঘরের কথা, আমাদের চুপ্‌ থাকাই ভালো। বাবাজীকে এবিষয়ে একটু সাবধান করে দিলে বোধহয় ভাল হয়।

রাজীব। হুঁ। বলি, কে আছিস্‌রে, বড়বাবুকে একবার ডেকে দেতো।

হরিশর্ম্মা। আমি তবে এখন আসি। একটু কাজে এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। [উঠিলেন]

রাজীব। এসো, এসো। অবসর সময় মাঝে মাঝে আমাদের মনে করো হে। আর দেখো, বিজয় ছোঁড়ার সাথে যদি কিছু এদিক-ওদিক হয় তা'হলে খবর দেবো।

হরিশর্ম্মা। আজ্ঞে, এর জন্য ভাব্‌বেন না। নমস্কার।

রাজীব। নমস্কার। [হরিশর্ম্মার প্রস্থান]

রাজীব। চাটুয্যে ব্যাটাকে হাতে পেয়ে আমাদের খুবই একটা ভালো হয়ে গেল হে তারিণী। বাড়ীটা যে ভাবেই হউক, আমাদের চাই-ই।

তারিণী। আজ্ঞে, সহজে ছাড়্‌বে বলে মনে হয়না। তবে বড়বাবু যদি বলেন, তবে, ছোঁড়াটা যা'ই হউক বড়-বাবুকে সত্যিই ভালবাসে, হয়তো ছেড়ে দিতে পারে।

রাজীব। অরুণের কথা আর বলো না। ওর দ্বারা আর কিছু হবে না। ভারী তো বন্ধু! আমাদের আর বন্ধু ছিলো না!

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণ। বাবা আমায় ডেকেছেন?

রাজীব। হাঁ, বসো। দেখো আমি আজ সোজাসুজি জান্‌তে চাই যে, তোমার পিতা বড়, না বন্ধু বড়?

অরুণ। একথা কেন বাবা?

রাজীব। যে জন্যই হউক, আমি জান্‌তে চাই।

অরুণ। বুঝেছি পিতা!—চাটুয্যে এসেছিলো না, নায়েব মশাই?

তারিণী। আজ্ঞে, এসেছিলেন।

অরুণ। আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম, পিতা।

রাজীব। কি বুঝেছিলে?

অরুণ। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন পিতা। চাটুয্যে যেখানে মন্ত্রণা দিতে আসে, আমার সেখানে বল্‌বার কিছুই নেই। লক্ষ্মী সেখান থেকে ছুটে পালায়, মঙ্গল সেখান থেকে কেঁদে দূরে সরে যায়।

রাজীব। অরুণ, তুমি কি আমায় ভৎ´সনা করতে চাও ?

অরুণ। মার্জ্জনা করবেন পিতা। তার আগে যেন অরুণের বাক্-রুদ্ধ হয়ে যায়।

রাজীব। উত্তম। আমার অনুরোধ—

অরুণ। আপনার অনুরোধ ?— পিতা ! [ক্ষণেক নীরব] পিতা পুত্রকে ডেকে অনুরোধ করেন, আর পুত্র তা'ই কাণ পেতে শোনে !

রাজীব। উত্তর দাও। নীরব রইলে কেন ?

অরুণ। আদেশ করুন পিতা !

রাজীব। যোগ্য পুত্র তুমি। তোমাকে আদেশ করতে পারিনা। কলির পিতাদের সে সৌভাগ্য আর নাই। তবে বিশেষ মিনতি জানাচ্ছি, যে কয়টা দিন আছি—

অরুণ। মিনতি ! [ক্ষণেক নীরব] পিতা, আপনি আমায় মিনতি কচ্ছেন, আমি স্থির পদে দাঁড়িয়ে আপনার প্রার্থনা শোনছি। সত্যই অরুণ কি এতই পশু হয়ে গেছে ! অরুণ এত অমানুষ হয়ে গেছে ! জানতেন যদি পিতা, এ কি আঘাত করেছেন আপনি !—বলুন পিতা, আমায় কি করতে হবে। আপনার পা ছুঁয়ে এই শপথ করছি—অরুণের ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায় সব আজ হতে মরে গেছে। আজ হতে—

ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—আজ হতে যদি কোনো দিন পিতৃ-আদেশের একটী অক্ষরও পালনে বিমুখ হই, তবে যেন অরুণ নরকের অতলে চিরদিন জ্বলে পুড়ে মরে। আদেশ করুন পিতা!

রাজীব। তোমাকে এত শপথ কর্‌তে তো আমি বলিনি।

অরুণ। না পিতা। বলুন, আদেশ করুন, কি জন্য আমায় ডেকেছেন?

রাজীব। বিজয়ের সঙ্গে তোমার—আচ্ছা, থাক্, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছো। এখন যাও। [অরুণের প্রস্থানোপক্রম] আর দেখো, তোমাদের ভালোর জন্যই—

অরুণ। এই মুহূর্ত্ত থেকে আমার ভালো-মন্দ সব মরে গেছে পিতা! [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

মেঘাবৃত আকাশ। মধ্যে মধ্যে বজ্র গর্জ্জিতেছিল। মোহিত অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আকাশের ঘন-কৃষ্ণ

মেঘের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। পরে একটা কাতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাক্, অন্ধকার ছেয়ে ফেল্‌লে।" ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়া আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, "ঠিক আমারই অন্তরের মতো।"

[সহসা বিদ্যুত চমকিল। মেঘ ডাকিল]

মোহিত। আমারি হৃদয়-ছবি।
ঐ কৃষ্ণ মেঘ, ঐ অন্ধকার রাশি,
ঐ তীব্রা বিক্ষুব্ধা প্রকৃতি,
বিধাতার-রোষ-দগ্ধ এই অভিশাপ বাণী।—
এ নহে নূতন।
তবু বিদ্যুতের হাসি
মাঝে মাঝে দিয়ে যায় সুখের বারতা!

[এমন সময় অধীর প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "দাদা! তুমি এইখানে! আর, আমি তোমারে খুঁজিয়া সারা!]

মোহিত। আমার অন্তরছবি—
দেখিতে ছিলাম ভাই, আঁধারের বুকে।—
এই ভীষণ ঝটিকা মাঝে!—
এই মেঘের গর্জ্জনে!—
এই বিদ্যুৎ-ক্রীড়ায়।

অধীর। একি দাদা! তবু তব বিষণ্ণ বদন!
এতো কহিলাম—তবু কাঁদিতেছো।
আমি কি তোমার কেহ নহি?

মোহিত। ভিখারীর যদি কিছু থাকে, তবে তুমিই সর্ব্বস্ব।
মরণ যাত্রীরে—
এ জীবন তুমি যে দিয়েছো।
[পরম স্নেহে অধীরের দুই হাত নিজ হাতে ধারণ করিয়া বুকে রাখিলেন]
যবে গান থেমে গেলো, সহসা অজ্ঞাতে,
যবে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো,
বুঝিলাম নিয়তি আমার!
তাড়িত কুক্কুর প্রায় ছুটিলাম দেশ দে শান্তরে
ভাগ্য মোর ছুটিল পশ্চাৎ।—
জীর্ণ-রুগ্নদেহ—অক্ষম বহিতে ভার,—
অন্নহীন, নিদ্রাহীন—কেহ না চাহিল ফিরে।
কত সাধিলাম, কত কাঁদিলাম,
একটি স্নেহের কথা কেহ কহিল না!
[ভগ্নস্বরে] সর্পাঘাতে তিনদিন
রহিলাম মৃতপ্রায় তবু মৃত্যু
নিলো না আমারে!

[অধীর সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মোহিত। এতই কোমল তুমি ? [ধীরে ধীরে অধীরকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন] কাঁদিও না ভাই !

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। ছোটবাবু, কর্ত্তা আপনাকে ডাক্‌ছেন।

মোহিত। এসো ভাই !

অধীর। আর, তুমি এই বাহিরে একা বসে বসে ভাব্‌বে ?

মোহিত। না ভাই ! আমি আর ভাব্‌বো না। এসো তবে ভাই !

[অধীরের প্রস্থান। মোহিত অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন,]

"একটা স্বর্গের কাহিনী ! একটা স্নেহের উৎস ! একটা মূর্ত্ত সরলতা ! সবাই যদি তোমার মতো হতো অধীর ! ভগবান ! একি নূতন পরীক্ষায় ফেলেছো আমারে ! আমার রাজৈশ্বর্য্য কেড়ে নিয়ে যে আমাকে পথের ভিখারী করেছে, আমার যে সর্ব্বনাশ করেছে, মরণের দোরে যে আমাকে ঠেলে দিয়েছে, আজ তা'রই গৃহে তা'রই পুত্র পথ থেকে তুলে এনে আমার জীবন দিয়েছে, আমাকে ভায়ের

স্নেহ দিয়েছে—যা কেউ আমায় এতদিন দেয়নি, আমাকে প্রেমে করুণায় জড়িয়ে ধরেছে। এ ঋণ শোধ্‌বার নয়। আমার হৃদয় যদি দেখ্‌তে পার্‌তে অধীর! যদি বুঝ্‌তে!

[বিজিতের প্রবেশ]

বিজিত। আমি দেখ্‌তে পেরেছি ভাই! আমি বুঝেছি! কাঁদ্‌ছো?—কাঁদো ভাই! তোমার ব্যথায় ব্যথা মিলিয়ে আমিও কাঁদছি। এই অশ্রুতে সকল ব্যথার অবসান হউক!

[বিজিত আসিয়া মোহিতের হস্ত ধারণ করিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ। কাল—অন্ধকার রাত্রি।

রাজীবলোচন রায় শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ধূমপান নিরত। তারিণী, অরুণ ও অধীর দণ্ডায়মান।

রাজীব। আমার বক্তব্য অরুণ ও অধীরকে বলেছিলে তারিণী?

তারিণী। আজ্ঞে বলেছিলুম।

রাজীব। তা'হলে আমার অভিপ্রায় শোনেছো অরুণ?

অরুণ। কোন্ অভিপ্রায় পিতা?

রাজীব। মোহিত সম্বন্ধে।—যে, ও'র আমার বাড়ীতে থাকা চলবে না।

অরুণ। শোনেছি পিতা। আর, আমাকে জানানোর তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আপনার অভিপ্রায়ের উপর আমার কোনো বিবেচনা নাই।

রাজীব। তবু তোমাদেরে জানানো—

অরুণ। কোনো প্রয়োজন নাই পিতা! অরুণের নিজের মতামত সব মরে গেছে। কিছু করতে হয়, আদেশ করুন।

রাজীব। উত্তম। অধীরও শোনেছো বোধ হয়?

অধীর। শোনেছি বাবা। তবে বিশ্বাস করতে পারিনি।

রাজীব। কি বিশ্বাস করতে পারোনি?

অধীর। যে, আপনি এ আদেশ দিয়েছেন।

রাজীব। কেন?

অধীর। কারণ, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমার পিতা এরকম আদেশ দিতে পারেন।

রাজীব। কি রকম আদেশ?

অধীর। এই নির্ম্মম আদেশ। আমার পিতা এত নিষ্ঠুর নহেন যে এই বিপন্ন, পীড়িত, কপর্দ্দকহীন,

বিশেষতঃ আমি যাঁকে দাদা বলে ডেকেছি, তাঁ'কে বিদায় করে দেবার কথা বল্‌তে পারেন।

রাজীব। হাঁ, এ আমার আদেশ!

অধীর। কেন বাবা?

রাজীব। [গম্ভীর স্বরে] আমার ইচ্ছা।

অধীর। বাবা! [এই বলিয়া পিতার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়াই চুপ করিলেন]

রাজীব। আমার বাড়ী—এ অনাথ আশ্রম নহে।

অধীর। বাবা! [মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন] বাবা! তাঁ'র দুঃখের কাহিনী শোন্‌লে আপনি এমন আদেশ—

রাজীব। তুমি অবাধ্য। এই কি তোমাদের শিক্ষা?

[অধীরের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি অরুণের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, "দাদা!"]

অরুণ। দাদা তোর নাই অধীর!

অধীর। বাবাকে বলো দাদা!

অরুণ। [অধোমুখে] পিতার আদেশ। পালন করো।

অধীর। পিতা না ভেবে আদেশ কর্‌ছেন।

রাজীব। [সক্রোধে] উদ্ধত বালক!—হ'বে বৈ কি!—এখান থেকে সরে যাও।

অধীর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তকাল সকলে নীরব। তৎপর অরুণ কহিলেন, "পিতা, মার্জ্জনা কর্‌বেন। একটা কথা বল্‌বো। অধীরকে ভৎ‌র্সনা কর্‌বেন না সে যেন এই জগতের কেউ নয়।—এত কোমল! এত করুণ! এত পবিত্র! একটা স্বর্গের সঙ্গীত! তা'কে ভৎ‌র্সনা করবেন না পিতা!"

রাজীব। দেখেছো—কতদূর বেড়ে উঠেছে!

অরুণ। ভুল বুঝেছেন পিতা! সে এত সরল! স্বর্গীয়! তাকে ক্ষমা কর্‌বেন। তা'কে রূঢ় বল্‌বেন না।

[অধীরের হাত ধরিয়া মোহিতের প্রবেশ]

মোহিত। দুঃখ কিসের ভাই ?—স্রোতের ছিন্ন ফুল, তোমাদের দোরে ভেসে এসেছিলুম, আবার ভেসে যাবো। দুঃখ করোনা। অভাগাকে তুলে' এনে জীবন দিয়েছিলে, স্নেহ দিয়েছিলে—এই-ই যে তা'র মহা-সৌভাগ্য!

অধীর। না দাদা, এ হতে পারেনা। বাবা তোমাকে রাখ্‌তে না চান, আমি ও সঙ্গে যাবো। বিশেষতঃ, তুমি অসুস্থ। তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না।

মোহিত। অবুঝ হয়ো না ভাই! পিতার আদেশ, অন্যথা করতে নেই।

অধীর। পিতার আদেশ অন্যথা কর্‌বো না। বাবা! আমার শিক্ষা আমাকে কর্ত্তব্য শিখিয়েছে, এবং আপনারাই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, 'কর্ত্তব্য ভুলোনা।' আমি আমার কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছি। আপনার আদেশ অমান্য কর্‌বো না। —ছোড়দা' এ বাড়ীতে আর থাক্‌বে না। আপনি স্থান না দেন, আমি তাঁ'কে নিয়ে যতদিন না তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয়েছেন, লোকের বাড়ী কাজ করে তাঁ'কে শুশ্রূষা কর্‌বো কোথাও স্থান না পাই, গাছ-তলায় থাক্‌বো।

[বিজিতের প্রবেশ]

বিজিত। কোথাও স্থান না হয়, বিজিত তা'র বুক চিরে স্থান করে দেবে। এসো ভাই! অধীর তোমাকে দাদার আসন দিয়েছিলো, আজ থেকে তুমি বিজিতেরও দাদা। আজীবন তোমায় আমরা বুকে করে রাখ্‌বো। এসো দাদা।— অধীর! সর্ব্ব প্রশংসার অতীত তুই! সার্থক তোর শিক্ষা!

[স্নেহে অধীরকে কাছে টানিয়া লইলেন]

অরুণ। ধন্য আমি। আমি তোর ভাই!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বিজয়ের বাড়ীর প্রবেশ-দ্বার সংলগ্ন পথ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

[হরিশর্ম্মার প্রবেশ।]

হরিশর্ম্মা। হরিশর্ম্মা—এ দ্বিতীয় চাণক্য; অপমান ভুলে না।—অরুণ! তৈরী থেকো। হরিশর্ম্মার প্রতি-হিংসা!—চোখের জলে—নাকের জলে করে' তবে ছাড়্বো! তোমার পিতা এখন আমার এই হাতে!—তোমার প্রিয়বন্ধু এখন আমার এই মুঠোয়! যা' চাইবো, তা'ই করাবো। তোমার তুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে। হরিশর্ম্মার অপমান! জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্বো না?···সাবাস্ হরিশর্ম্মা! চাণক্যকে কূট বলেছিলো কে?—তখন যদি তুমি জন্মাতে! যদি থাক্তো তোমার একটা সাম্রাজ্য! চাণক্যের নাম তা'হলে ডুবে যেতো—জগৎ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে থাক্তো!

[বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিলেন। এমন সময় অন্যদিক হইতে এক বালক-ভৃত্যের সহিত কালা কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল]

বালক। নতুন বাবু সদাই বড় দুঃখের গান গায়। আমার যেন কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করে।

কালা। আমার ভারী ভালো লাগে। আমাকে একটা শিখিয়েছে। গাইবো ?

বালক। গা’।

[কালা গাহিতে লাগিল]

গান

মরণ-নদীর পারে তোরা
কে যাবিরে আয়।—
খেল্‌বো খেলা নদী-শেষের শান্তি-মোহনায়।
অদূরেতে ডাক্‌বে জলধি
আয়! আয়! আয়!
আমি, দোদুল্ দোদুল্ দুল্‌বো নদীর তরঙ্গ-দোলায়।
বীচি-মালা আমায় নিয়ে
ছুট্‌বে হেলে নেচে গেয়ে,
হোথা, নীল সায়রের অতল-বুকে মহা-মিলন-আশায়।

সহসা বাড়ীর ভিতর হইতে হরিশর্ম্মা বাহির হইয়া, কহিলেন “আরে রাখ্‌ ছোঁড়া। ভারী যে বৈরাগ্য দেখ্‌ছি।— ‘মরণ মরণ’ করে চেঁচাতে সুরু করেছো।”

কালা হঠাৎ যেন বোকা হইয়া গেল। তৎপরই হরিশর্ম্মার দিকে চাহিয়া দেখিয়াই 'ওরে—বু—বু—বু······' করিতে করিতে দৌড়িয়া পলাইল।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—অরুণের বাটীকা সংলগ্ন উদ্যান। কাল—সন্ধ্যা।

একটী কুসুমিত পুষ্প-বৃক্ষের শাখা ধরিয়া অরুণ অনেকক্ষণ অন্যমনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূরে সান্ধ্য-রবির শেষ রক্ত-রশ্মি ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছিল। অরুণের দৃষ্টি সেইদিকে একান্ত নিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ পরে একটী ভৃত্য আসিয়া সসম্ভ্রমে ডাকিল, "বাবু!"—অরুণ তেমনই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভৃত্য আবার ডাকিল। অরুণ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া ব্যস্তে কহিলেন, "বিজয় এসেছে?"

ভৃত্য। না, তিনি—

অরুণ। না! বিজয় আস্‌বে না! এলোনা—

[একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন]

ভৃত্য। এই পত্র দিলেন। বল্‌লেন—তোমার বাবুকে বলো, সব দেনা-পাওনা শেষ হয়ে গেছে। আর কোনো আবশ্যক নাই, অবসরও নাই। এই পত্র।

অরুণ। [অর্দ্ধস্বগতঃ] দেনা পাওনা শেষ হয়ে গেছে! অবসরও নাই, আবশ্যকও নাই! [পত্র গ্রহণ]

ভৃত্য। চাটুয্যে মহাশয়কে সেখানে দেখে এলুম। তা'ই নাকি এখন অবসর নাই।

অরুণ। আচ্ছা যাও। [ভৃত্যের প্রস্থান] চাটুয্যে—শঠ বৃদ্ধ, হীন-কপট—যাক্, অন্ধকার সরে যাচ্ছে, এতদিনের সব ধাঁধাঁ দূর হলো। [পত্র খুলিতে খুলিতে] এ আমি আগেই সন্দেহ করেছিলুম। চাটুয্যে—মানুষের আবরণে নরকের আবর্জ্জনা তুমি।

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আবার কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে পত্রখানি আবার পড়িয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলেন—

বিজয়! বাঁধন ছিড়িতে পারো তুমি,—
কিন্তু, হতভাগ্য অরুণের এ যে অসম্ভব!
এতখানি সে তোমারে
ধীরে ধীরে সমর্পিয়া দেছে! [মুহূর্ত্ত নীরব]

আসিলে না তুমি। আমি পাঠিয়েছি
মোর আকুল আহ্বান, অনুনয়—
তবু তব অবসর নাহি! [নীরব হইলেন]
বিজয়! বিজয়! এতদিনে চিনিলে না মোরে!
বন্ধু মোর তুমি—শুধু এই?—
শুদ্ধ এতটুকু?—আর কিছু নহ!—
হায়! আমি যে হারায়েছি শক্তি
তোর পরে ক্রোধ করিবার!
হে ঈশ্বর! ক্ষুদ্র এ বুকের মাঝে
তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ দান—
এযে বড় বেশী হয়ে গেছে!
মানবের বক্ষ মোর—
কেন তুমি দেছো ভরি' স্বর্গের হৃদয়ে!
ফিরে লও—ফিরে লও—[ধীরে ধীরে নিক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বিজয়ের বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি।

বিজয় ও হরিশর্ম্মা বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

বিজয়। আপনি সত্যই বলেছিলেন চাটুয্যে মশাই, যে, মানুষ চেনা বড় কঠিন। বুঝলেন চাটুয্যে মশাই, এ আমি

আগে বিশ্বাস কর্‌তুম না। কিন্তু আজ এই সত্যটাই সব চাইতে বড় হয়ে আমায় ধরা দিয়েছে। এত অন্ধ মানুষ !—[বলিয়া নীরব হইলেন। মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। পরে হরিশর্ম্মা বলিলেন,] "কথাটা বলে কি তোমায় কষ্ট দিলুম বাবাজী ?

বিজয়। কষ্ট !—হয়তো তা'ই হবে। কিন্তু আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন চাটুয্যে মশাই ! এত অন্ধ মানুষ !—আপনার ঋণ—

হরি। ওকথা বলে আর লজ্জা দিচ্ছো কেন বাবা ! তোমাদেরে বল্‌তে গেলে কোলে-পিঠে করে মানুষ হতে দেখ্‌লাম। এইটুকুও তোমাদের জন্য কর্‌বো না তো বুড়ো এখনো বেঁচে আছি কেন ?—কিন্তু অরুণটার জন্যও কষ্ট হয়। চোখের উপর একেবারে বয়ে গেলো। পাপ-পুণ্যের ভয়টাও রাখ্‌লে না। সামান্য স্বার্থ—এর জন্য, আর যা'ই করুক ক্ষতি নাই, তোমাকে পর্য্যন্ত অপমানের চূড়ান্ত করে তবে ছাড়্‌লে ! বদ্‌নামটাই কি কম রটানো রটিয়েছে বাবা ! দেখ্‌লে তো সে'দিন, ঐ বাড়ীটা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না কর্‌লে। তা'র বুড়ো বাপ কি আর সহজে রাজি হয়েছিলো ! ওসব জাল কাগজ-পত্র তো—বল্‌তে ভয় হয় বাবা, কোথা দিয়ে কে হয়তো শুনে' লাগিয়ে দেবে, আর

গরীবের প্রাণটাই মাঝ পথে বেঘোরে মারা যাবে—কিন্তু সাবাস্ হাতটাই তৈরী করেছে অরুণ,—কি নিছক্ জালটাই কর্‌লে! কত আর বল্‌বো বাবা! সে দিনের অরুণ—কিন্তু দেখে শুনে আমরা পর্য্যন্ত অবাক্ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তুমি হলে বাবা সত্যি যুগের লোক!

বিজয় নীরব। দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। তাঁহার দিকে চাহিয়া হরিশর্ম্মার আননে কুটিল হাস্য ফুটিয়া উঠিল। স্বগত কহিলেন, "ঔষধ বেশ ধরেছে। কিন্তু আরো চাই। আরো বিষ ঢেলে দিতে হবে।" তৎপর বিজয়ের নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আর একটা কথা শোন্‌লুম বাবা, অতি ভীষণ কথা, অরুণ নাকি······" বিজয়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি কহিলেন। বিজয় হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ অসম্ভব—অসম্ভব। অরুণ এত নীচ—এতপশু—"

সহসা পশ্চাৎ হইতে অরুণ ডাকিলেন, "বিজয়!" বিজয় সক্রোধে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "দূর হও তুমি। তুমি নীচ, তুমি পশু, তুমি—" [উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল]

অরুণ বিজয়ের হাত ধরিয়া ডাকিলেন, "বিজয়!" বিজয় তাঁহার হাত বেগে সরাইয়া লইয়া উত্তেজিত স্বরে

কহিলেন, "তুমি অস্পৃশ্য—দূর হও এখান থেকে।" অরুণ মুহূর্ত্ত মাত্র বিজয়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তারপর কহিলেন, "দূর হয়ে যেতেই এসেছি বিজয়! কিন্তু যাবার আগে তোমার একটা উপকার করে যেতে চাই।

বিজয়। তোমার উপকার গ্রহণ কর্‌তে আমি ঘৃণা বোধ করি।

অরুণ। আর এই ধূর্ত্ত, কপট, হীন বৃদ্ধ—এর মন্ত্রণাকে গুরুবাক্য বলে মেনে নিতে গর্ব্বে তোমার শির উঁচু হয়ে উঠে?—সত্যি বিজয়?

বিজয়। সাবধানে কথা কও বল্‌ছি। নইলে—তুমি আমার অতিথির অপমান করেছো।

অরুণ। এ কি অপমান বিজয়! একে গালি দেবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা আমি, নইলে এমন গালি দিতুম, যা' মূর্ত্ত হয়ে উঠে নরকের দুর্গন্ধের মতো ও'কে ছেয়ে ফেল্‌তো! পার্‌তুম তো, ওর ঐ মানুষের খোলসটা এমন করে ছিঁড়ে ফেল্‌তুম, যা'তে ভিতরের শয়তানটা চোখের সাম্‌নে বেরিয়ে পড়্‌তো।— [হরিশর্ম্মার প্রতি] ধিক্ তোমাকে শয়তান!

হরিশর্ম্মার চক্ষু হইতে যেন আগুন ঠিক্‌রিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিলেন, "বিজয়, তোমার বাড়ীতে এসে—কিন্তু আমিও এর প্রতিশোধ—"

অরুণ। বেশ করে যত পারো নিয়ো। কিন্তু কখনো আর এ পথে এসো না— [সক্রোধে হরিশর্ম্মার প্রস্থান]

অরুণ। বিজয়!

বিজয়। তুমি ভুলে গেছো অরুণ, যে এ আমার বাড়ী।

অরুণ। ভুলিনি বন্ধু! আর এও ভুলিনি, যে, এ বাড়ীর সাথে এই-ই শেষ হিসাব মিটিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু আরো একটু খানি সময় প্রার্থনা করছি বিজয়। শোনো বিজয়, আমি একদিন তোমার বন্ধু ছিলুম—

বিজয়। সে অতীতের একটা ভুল মাত্র। বিজয় আর এখন অন্ধ নয়। তুমি নীচ—

অরুণ। ভুল! তাই বটে। তবু একদিন আমাকে বন্ধু বলে ডেকেছো বিজয়। তা'রই শেষ দাবীটুকু দিয়ে আজ তোমায় একটা কথা বলে যেতে চাই। এই হরি চাটুয্যে—এ মানুষের দেহে পিশাচ। এর সংশ্রব ত্যাগ করো।

বিজয়। নইলে তোমার ভণ্ডামি সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে—এই তো কারণ? এর জন্য আমি কা'রো উপদেশ চাইছি না।

অরুণ। আমার ভণ্ডামি ?—বিজয় !

বিজয়। নয় তো কি ?—তুমি অধম—

অরুণ। এতটা আমি ভাব্‌তে পারিনি বিজয় ! [মুহূর্ত্ত নীরব রহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন] বিজয় ! শেষ বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে আমার বহুদিনের বন্ধুকে, আমার সখাকে, আমার স্নেহের ভাইকে একবার ভিক্ষা চাইছি। একবার তাঁকে ফিরিয়ে দিবে ভাই ? [বিজয় নীরব]

অরুণ। তোমার আমার সম্বন্ধ—এ মুছে ফেল্‌তে হবে বলে কখনো যে ভাবিনি ! [অর্দ্ধস্বগত] একই দিনের আলোয় দু'জনে আমরা চোখ মেলেছিলুম, ঈশ্বরের কোন্ অজ্ঞাত বিধানে জানিনা, একই দিনে গুরুমহাশয়ের দুয়ারে দু'জনে বাণীর প্রথম পূজার অর্ঘ্য নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। গুরুমহাশয় উভয়ের হাত ধরে আদর করে বলেছিলেন, "ঠিক যেন দু'টী ভাই।" শুনে দু'জনে দু'জনার পানে চেয়ে দেখেছিলুম।—সেই থেকে এই দীর্ঘদিন কতই না স্বপ্নে কেটে গেছে ! মনে পড়ে বিজয়, একবার আমি পরীক্ষা দিতে পার্‌লুম না। তুমি পাশ হয়ে উপরে চলে গেলে। আমি কাঁদছিলুম—তুমি এসে চোখ মুছিয়ে দিলে, পাশ হয়েও এক বছর আমার প্রতীক্ষায় বসে রইলে ! খেলার মাঠে তা'রা তোমায় একা আক্রমণ কর্‌লে, দেখ্‌তে পেয়ে

ছুটে গিয়ে আমি তোমার পাশে দাঁড়ালুম। তোমায় বাঁচিয়ে তা'দের অত্যাচার মাথা পেতে নিলুম। এখনো তা'র চিহ্নটুকু, এই দেখো বিজয়, আমার অঙ্গে এখনো নিদর্শন হয়ে আছে। এ আমার কত সুখের স্মৃতি!······কত কথাই না মনে পড়ে বিজয়!—আমি দোষ করেছি—তুমি হেসে' তা'র শাস্তি নিয়েছো; তুমি অন্যায় করেছো—আমি অপরাধ স্বীকার করেছি; গুরুজনের তিরস্কার খেয়ে দু'জনে বসে কেঁদেছি। কত বল্‌বো সখা! তা'রপর—সে তো খুব অতীতের কথা নয় বিজয়—নৌকা ডুবে' নদীর প্রবল বন্যায় ভেসে গিয়েছিলুম,—তুমি জীবনের মমতা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লে। তা'রপর দু'জনেই তলিয়ে গেলুম। পরে কণ্ঠাগত প্রাণ আমি তীরে উঠ্‌লুম, কিন্তু তুমি পার্‌লেনা; আবার আমি ভাস্‌লুম—দু'জনে, একসাথে—মনে পড়ে বিজয়?

বিজয় র্নির্বাক, নিস্তব্ধ—অরুণের মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অরুণ তাঁহার হাত ধরিয়া পূর্ণ-আবেগে কহিলেন, "সেই হারানো স্নেহ-ভালবাসার শেষ একটী আলিঙ্গন তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি বিজয়! দাও ভাই! দাও সখা! এর পর আর কিছুই চাইবো না।" এই বলিয়া আলিঙ্গন দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াই সহসা

সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "না—যদি কোনোদিন তেমন ভাবে দিতে পারো, দিয়ো। নইলে এই-ই শেষ।—বিদায় বন্ধু!"—এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বিজয় কিছুক্ষণ তেমনই নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তৎপর হঠাৎ বেগে উত্থিত হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাতরে ডাকিলেন, "অরুণ! অরুণ! অরুণ!"—

দৃশ্যান্তর।

একখানি চেয়ারে বিজয় উপবিষ্ট—তাঁহার বাম করতল কপোল-সংলগ্ন। চেয়ারে হাত রাখিয়া নিকটে মোহিত দাঁড়াইয়া।

মোহিত। আমি সব শুনেছি বড়দা! তাঁকে ফিরেয়ে নিয়ে আসি দাদা?—

বিজয়। আর আস্‌বে না সে!—দেখো, যদি পারো ভাই, পায়ে ধরে—

[মোহিত সানন্দে চলিয়া গেলেন। কিছু পরে হরিশর্ম্মা প্রবেশ করিলেন]

হরি। এর প্রতিশোধ আমি নেবোই নেবো। নইলে আমার নাম হরিশর্ম্মাই নয়!—দেখ্‌লে বিজয়, ব্যাটার অহঙ্কার? আমাকে তো যা'তা বল্লেই। তোমাকে পর্য্যন্ত কি না বলে গেলো।

বিজয়। চাটুয্যে মশায়, আমি হয়তো উন্মাদ হয়ে যাবো। এই-ই হয়তো আমার পরিণাম!—অরুণ!—

হরি। সে হতভাগাটাকে আমি একবার বেশ করে না দেখে ছাড়্‌ছি না। ব্যাটা ভণ্ড, পিশাচ—

[মোহিতের প্রবেশ]

মোহিত। মিথ্যা কথা। অরুণ ভণ্ড নয়, অরুণ পিশাচ নয়। ভণ্ড তা'রা, যা'রা এথা বল্‌তে লজ্জা পায়না। পিশাচ তা'রা যা'দের জিভ্‌ তাঁ'কে পিশাচ বল্‌তে খসে পড়েনা। চাটুয্যে মশাই, ভেবে দেখেছেন কি—ক'দিন আর আপনার বাকী। এর পরের উপায় ভেবেছেন কি? সত্যই এমন ভাষা নাই, যা'তে আপনার উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।—বড়দা?

বিজয়। মোহিত!

মোহিত। দূর করে দিউন এই ভণ্ড তপস্বীকে। আমি ও'কে খুবই চিনে নিয়েছি। সত্যই তুমি কৃপার পাত্র বৃদ্ধ!

হরি। দেখো ছোঁড়া, ছোটমুখে বড়কথা শোভা পায়না। অরুণের ওকালতি কর্‌তে এসেছো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে'দিন সে-ই তোমায় কুকুরের মতো দূর করে দিয়েছিলো না ?

মোহিত। মিথ্যা কথা। বড়দা, আদেশ করুন—দূর করে দিই ওকে।

হরি। কি ! দূর করে দিবে আমাকে ? উত্তম।— বিজয়, তোমার বাড়ীতে আমার এই অপমান। কিন্তু আমিও দেখ্‌বো। প্রতিহিংসা—হরিশর্ম্মার প্রতিহিংসা ! এ দ্বিতীয় চাণক্য,—অপমান ভুলে না। সাবধান অরুণ ! সাবধান মোহিত ! এ হরিশর্ম্মা। এমনি করে পিষে ফেল্‌বো ! জ্বালিয়ে মার্‌বো তিল তিল করে পুড়ে মার্‌বো ! হরিশর্ম্মা—দ্বিতীয় চাণক্য ; অপমান ভুলে না !

[সক্রোধে প্রস্থান]

বিজয়। মোহিত !

মোহিত। ভালোই হয়েছে বড়দা ! নইলে এ দুষ্ট-শনি রাহুর মতো একদিন অলক্ষিতে সকলকে গ্রাস কর্‌তো।

বিজয়। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না মোহিত ! সব ভালো-মন্দ যে এক হয়ে যাচ্ছে !

মোহিত। মেঘ কেটে গেছে দাদা!—ভালো আলো হয়ে ফুটে উঠ্‌বে।

বিজয়। আমায় পথ দেখিয়ো ঈশ্বর!

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—বিজয়ের বাটীকা-সংলগ্ন উদ্যান। কাল—অপরাহ্ণ।
একটী পুষ্পবৃক্ষে হেলান দিয়া বসিয়া অধীর আপনমনে গান গাহিতেছিলেন।

গান

তোদেরি পূজার অর্ঘ্য দিতেরে হৃদয় লইয়া এসেছি—
আয়রে তাপিত, পরাণ সেঁচিয়া ভিখারীর অশ্রু এনেছি।
তোদের অশ্রুতে অশ্রু মিশায়ে আমি যে কাঁদিতে শিখেছি,
আয়রে ব্যথিত, ব্যথার গীতি গাহিতে আমি যে গেঁথেছি।
তপ্ত-তোদের বুকে লুকা'য়ে মুখ কাঁদিবো তোদেরি দুঃখে,
ভিখারী কাঁদিলে কাঁদিবে জগৎ, বিধাতা বেদনা পাবে;

এনেছি অর্ঘ্য রচিয়া, এনেছি পরাণ মথিয়া—
যা' কিছু আমার তোদেরি লাগিয়া অশ্রু বহিয়া এনেছি।
এই প্রাণটুকু দেবোরে তোদেরে, তোরা যে আমার সাধনা,
আমার দেবতা তোদেরি মাঝারে, আমি যে তাঁহারে চিনেছি।

বিজয় ও বিজিত প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া নীরবে গান শুনিতেছিলেন। এক্ষণে বিজয় কহিলেন, "কি সুন্দর গাহিতে শিখেছিস্ অধীর! কি মধুর!"

অধীর। [মুখ তুলিয়া লজ্জিত-হাস্যে কহিলেন] তোমরা কোথায় ছিলে বড়দা'? এত খুঁজলুম তোমাদেরে একি! ছোটদা কাঁদ্ছো যে?

বিজিত। গানের মতো সত্যই যদি পার্তুম ভাই বিলিয়ে দিতে এই হৃদয়টা! সত্য যদি হতো এই সঙ্গীত! —দাদা!

বিজয়। কিন্তু উপায় তো নেই ভাই। তা'রা মর্তেই যে জন্মেছে! অনাহারে মৃত্যু—এই যে তা'দের অদৃষ্টের লেখা! দেশ জুড়ে আর্ত্তের হাহাকার, শত শত লোক মর্ছে—মর্বে ও, যদি ভগবান মুখ তুলে না চান।

বিজিত। আর আমরা শুদ্ধ দাঁড়িয়ে দেখ্তেই কি বেঁচে থাক্বো দাদা!—ওঃ! বুভুক্ষুর মরণ আর্ত্তনাদ—কি

ভয়ঙ্কর ! নিষ্ঠুর, ভগবান—তুমি কি নিষ্ঠুর !······দাদা ! এত লোক—কা'রো প্রাণ কি কাঁদ্‌ছে না ?

বিজয়। কাঁদ্‌ছে বই কি ভাই ! কিন্তু যে জন কাঁদ্‌লে কাজ হবে, সে যদি না কাঁদে—তাঁর প্রাণ কাঁদ্‌ছে কি না সে-ই জানে।

বিজিত। দাদা ! আমাদের—

বিজয়। বুঝেছি ভাই !—সরল সুন্দর প্রাণ ! এত কোমল ! এত মধুর ! স্বর্গীয় !—এ ও একখানি সঙ্গীত ! —বিজু !

বিজিত। দাদা !

বিজয়। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের উপার্জ্জিত যত নগদ টাকা আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে, আমি সে সমস্ত আমার স্নেহময় ভাইকে দিলুম। এই অর্থ তা'র আর্ত্ত-নারায়ণের সেবায় সার্থক হউক, সহস্র সহস্র বুভুক্ষুর উদর একদিনের জন্যও তৃপ্ত হউক !

[বিতি বিস্মিজত সহসা কম্পিত হস্তে বিজয়ের পাদস্পর্শ করিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "দাদা ! দাদা ! এত স্নেহ তোমার !"]

বিজয়। [বিজিতের হাত ধরিয়া] তোর ঐ অন্তর খানিকে সুখী রাখ্‌বার জন্য দাদা যে তোর প্রাণ দিতে পারে

বিজিত! ঐ হৃদয়ের স্বর্গ খানির সন্ধান যে পেয়েছে, এ দান—এ যে তা'র অতি তুচ্ছ ভাই!

বিজিত। বল্‌তে যে আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিনা দাদা! ঐ চরণ-ধূলার অধিকারী আমায় জন্মে জন্মে রাখ্‌বে কি ভগবান?

অধীর এতক্ষণ বিস্ময়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এক্ষণে আনন্দের আতিশয্যে সহসা চীকার করিয়া বলিলেন, "একি আমার গান জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লে!—মেজদা! দাদা! দৌড়ে দেখে যাও—স্বর্গ যে নেমে এসেছে!"

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—রাজীবলোচনের কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

রাজীব, তারিণী ও হরিশর্ম্মা।

রাজীব। মোহিত ছোক্‌রাটা যে সত্যই আমায় চিন্‌তে পেরেছে ও মোকদ্দমা পাতাবার যোগাড়যন্ত্র করেছে, এ কথা কি তুমি ঠিক জান্‌তে পেরেছো চাটুয্যে?

চাটুয্যে। আজ্ঞে, নইলে আপনাদের ওসব ঘরোয়া গুপ্তকথা আমি জান্‌বো কেমন করে ?

রাজীব। হুঁ—ছোক্‌রাটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তা'র অদৃষ্ট নেহাৎই মন্দ।

চাটুয্যে। ঐযে আপনি তাড়িয়ে দিলেন, আর তা'রা অম্‌নি মহা-আদরে লুফে নিলে, এর ভেতরের মত্‌লবটা ভেবেছেন কি ? হাওয়া যে কোন্ দিক থেকে বইছে, তা তো বুঝতেই পার্‌ছেন।

রাজীব। হুঁ—আচ্ছা, তোমরা তবে এখন এসো।

হরিশর্ম্মা ও তারিণী বাহির হইয়া গেলে রাজীববাবু ডাকিলেন,—"বলি ওহে তারিণী, আর একটা কথা শুনে যাওতো।"—তারিণী ফিরিয়া আসিলেন।

রাজীব। বসো।—দেখো, এই মোহিতের ইতিহাস তো আগাগোড়াই তোমার জানা। হতভাগাটা যে এতদিন বেঁচে আছে, এই-ই আগে আমার ধারণা ছিল না। নইলে আগেই এর বন্দোবস্ত কর্‌তুম।

তারিণী। আমারও পূর্ব্বে এই ধারণাই ছিল।

রাজীব। কিন্তু এখন তো আর বসে থাক্‌তে পারিনা। আজই— [সহসা নীরব হইলেন। পরে আবার বলিলেন] হাঁ, আজই !—বিলম্বে প্রমাদ ঘট্‌তে পারে। এভিন্ন আর

উপায় নেই। মোহিত! তোমার আর এসংসারে থাকা চল্‌বে না—কারণ তুমি থাক্‌লে হয়তো আমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে।—বুঝ্‌লে তারিণী, যত টাকা লাগে—আজই।

তারিণী। এ না হলেই কি নয়?

রাজীব। অন্য উপায় নাই।

তারিণী ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রাজীবলোচন পুনর্ব্বার কহিলেন, "দেখো তারিণী, আমি তোমাকে স্নেহ করি।······আর দেখো, খুব সাবধানে।

উভয়ে দুইদিকে নিক্রান্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক লাঠিয়াল গুণ্ডার সহিত তারিণী চরণকে দূরবর্ত্তী এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে ঐ দিক হইতে স্তম্ভিত অধীর শশব্যস্তে আসিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "কি ভয়ানক! একি সম্ভব! ওঃ! কি ভীষণ—হত্যা!!! [বলিতে বলিতে ব্যস্তভাবে নিক্রান্ত হইলেন]

নবম দৃশ্য ।

স্থান—উদ্যান-পথ । কাল—সন্ধ্যা ।

[শশব্যস্তে বিজিতের প্রবেশ]

বিজিত । মেজদা ! মেজদা
ওঃ ! কি ভীষণ ! হত্যার চক্রান্ত !
হে ভগবান !
বিজিতের প্রাণ বিনিময়ে
রক্ষাকরো হতভাগ্য মেজদারে মোর ।
মেজদা ! মেজদা !
কোথাতুমি ?—মোহিত ! মোহিত !

[ডাকিতে ডাকিতে ব্যস্তভাবে নিক্রান্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে প্রবেশ করিয়া অৰ্দ্ধস্বগত—কহিলেন]

কোথাও নেই—শুধু অন্ধকার ।
হতভাগ্য !—বুঝি সব শেষ হয়ে গেছে !

হঠাৎ উন্মুক্ত ছুরিকাহস্তে পূর্ব্বোক্ত লাঠিয়াল গুণ্ডা তাঁহাকে আক্রমণ করিল । "একি !—কে তুমি ?" বলিয়া



মুহূর্ত্ত মধ্যে দুইহাত উর্দ্ধে তুলিয়া বিজিত বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহুতে ছুরিকা বিদ্ধ হইল। এমন সময় বিদ্যুত চমকিল। "একি!—এ যে—কি ভুল!" এই বলিয়া আক্রমণ কারী হঠাৎ দৌড়িয়া পলাইল।

"তবু ভাল! মোহিত মরেনি।
হে ঈশ্বর! এ তোমার দয়া।" এই বলিয়া বিজিত বাহু হইতে ছুরিকা ধীরে ধীরে টানিয়া তুলিলেন এবং অন্যহাতে ক্ষতের উপর চাঁপিয়া ধরিয়া কহিলেন,

"কাতর আহ্বান মোর করিলে গ্রহণ,
হে ঈশ্বর! ধন্যবাদ লহ।"



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিজয়ের বহিঃকক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

বিজিত উপবিষ্ট। তাঁহার পদতলে পূর্ব্বোক্ত লাঠিয়াল। বিজিতের হস্তের ক্ষতস্থান বাঁধা।

লাঠিয়াল। বলো বাবু আমায় মাপ করেছো—নইলে এই পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌বো।

বিজিত। আমার কাছে মাপ চেয়ে তো কোনো লাভ নেই। ঐ খানে মাপ চাও। তাঁকে ডাকো। [উপরে নির্দ্দেশ]

লাঠিয়াল। দোহাই বাবু, আর আমায় মেরো না। তোমার শাপে আমার জোয়ান ছেলে পড়ে মরেছে। বলো আমাকে মাপ কর্‌লে। [পদ ধারণ]

বিজিত। ওঠো, আমি মাপ করেছি। ভগবান তোমায় ক্ষমা করুন। [হাত ধরিয়া তুলিলেন]

[বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়। কি হয়েছে, বিজিত ?

লাঠিয়াল। আমায় ক্ষমা করো বাবু। আমার পাপের ফল হাতে হাতে পেয়েছি।

বিজয়। কি হয়েছে ?

লাঠিয়াল। ঐ অঙ্গে আমি অস্তর তুলেছিলুম। সে পাপে আমার ছেলে হারিয়েছি।—আমায় মাপ করো।

বিজয়। [চমকিত হইয়া] কি, বিজিতকে ছুরি মেরে ছিলে, তুমি ?

লাঠিয়াল। আমি—আমি মেরেছিলুম।

[বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গে হঠাৎ যেন আগুন ছুটিল। তিনি দৃঢ় ভাবে লাঠিয়ালের হাত চাঁপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সত্য ?"

বিজিত। দাদা ! এ অনুতপ্ত,—আর এ ব্যক্তির শাস্তি হয়ে গেছে।

বিজয়। বলো, কা'র কথায় এ কাজ করেছো ? বলো কেন এমন কর্‌লে।

লাঠিয়াল। বাবু, নায়েব আমায় টাকার লোভ দেখিয়ে-ছিলো।—কিন্তু আমি না দেখে ভুল—

বিজয়। নায়েব ?—তারিণীচরণ ? সত্য বল্‌ছো ? [আরো দৃঢ়ভাবে তাহার হাত চাঁপিয়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকি দিয়া তীব্র স্বরে কহিলেন] নায়েব বলেছিলো ?

লাঠিয়াল। দোহাই ধর্ম্মের, আমি মিছে বলিনি।

[মুহূর্ত্ত মধ্যে বিজয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর উন্মত্তবৎ "শয়তান প্রস্তুত হও—আজ তোমার শেষ!" বলিতে বলিতে বেগে নিক্রান্ত হইলেন। বিজিত "দাদা! দাদা!" বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পথ-পার্শ্ব। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ।

রক্তাক্তদেহে ভূপতিত তারিণী। বিজয়ের পিস্তলের গুলি তাঁহার বাহুমূল ভেদ করিয়াছিল। ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছিল। একপাশে পিস্তল হস্তে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া বিজয় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপিতেছিল। একজন দুইজন করিয়া লোক দৌড়িয়া আসিতেছিল। বিজিত নিজের বসন-প্রান্ত ছিঁড়িয়া রক্তবন্ধ করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন।

ধীরে ধীরে অতিকষ্টে তারিণী কহিলেন, "আমার এ শাস্তি উপযুক্ত হয়েছে! কিন্তু আমি ইচ্ছাকরে পাপ করিনি! আমায় মাপ করো—মোহিত আমাকে ক্ষমা করো—"

বিজিত। তারিণীবাবু, দাদা আপনার কাছে মার্জ্জনা চাইছেন। তাঁ'কে—

তারিণী। [অতিকষ্টে অপর হস্ত উত্তোলন করিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন]—কর্‌লুম্‌।

বিজয় ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে তারিণীচরণের কাছে সরিয়া আসিলেন। এমন সময় অতি ব্যস্তে অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিজয় তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাজীবলোচন বাবুর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কাল—মেঘান্ধকার রাত্রি। মধ্যে মধ্যে বজ্র গর্জ্জিতেছিল। প্রবল বাত্যা বহিতেছিল। কক্ষমধ্যে একাকী রাজীবলোচন।

রাজীব। উঃ! কি দুর্য্যোগ! কি কালো! বাহিরে ঐ ঝঞ্ঝা, ঐ গর্জ্জন, ঐ অন্ধ-প্রকৃতি!—আর ভিতরে [বুকে হাত] —ঠিক তা'ই!—ঐ ঝঞ্ঝা, ঐ অন্ধকার!—হে ঈশ্বর! তোমাকে ডাক্‌বার সাহসও হারিয়েছি! ক্ষমা চাহিবার

অধিকারও রাখিনি ! [ক্ষণেক পরে] অন্তরে-বাহিরে—একি ঝটিকা ! একি বিপ্লব ! এক সাথে তা'রা আজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।—কিন্তু অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে ! বড় বেশী তলিয়ে গেছি !—হে ঈশ্বর ! ক্ষমা চাহিবারও অধিকার রাখিনি ! [একপার্শ্বস্থিত একটি বাক্স টানিয়া খুলিয়া উহার ভিতর হইতে অনেক গুলি বাঁধা কাগজ-পত্র খুলিয়া আনিলেন] এই স্তূপীকৃত পাপ—আমার আজন্মের সঞ্চয় ! আমার জীবনের বিনিময় ! আমার অধঃপাতের নিয়ামক ! অনেক নামিয়ে নিয়েছো,—এবার এই বিষ-আলিঙ্গন থেকে আমায় মুক্তি দাও। [সমস্ত কাগজে আগুণ ধরাইলেন] ভিতরেও ঠিক অমনি জ্বল্‌ছে—কিন্তু হায় ! সব সঞ্চয় যদি এরই মতো পুড়ে মুছে ফেল্‌তে পার্‌তো !—হে ঈশ্বর ! হে পিতা ! ক্ষমা চাহিবারও অধিকার রাখিনি ! নিজের কণ্ঠ নিজেই যে আগে থেকে চেঁপে রেখেছি ! চক্ষু—আগে যদি খুলে দিতে দয়াময় !

[কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হইলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—বিজয়ের বহিঃ কক্ষ। কাল—প্রভাত।

বিজয় একাকী।

বিজয়। সুর না জাগিতে বীণা মূক হয়ে গেছে,
সাধের কুসুম মোর না ফুটিতে ঝরে গেছে
একটী মর্ম্মর-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!
যাও সুখ! যাও শান্তি! আমারে বিদায় দাও—
আমারে আমার দুঃখে ছেড়ে চলে যাও!
রে বিজয়! হতভাগ্য! এঁকেছিলে কত সুখ ছবি,
গেঁথেছিলে কত গান গাহিবে বলিয়া,
হায়! ব্যর্থ হয়ে গেছে সব
অলক্ষিতে কা'র অভিশাপে!
আজি আমি নরহন্তা! দস্যু চেয়ে হীন!
পশুরও অধম!—আমি আজ অমানুষ!
এই হস্তে হত্যা করিয়াছি!

[অধীরের প্রবেশ]

বিজয়। অধীর! আমি এই হস্তে হত্যা করিয়াছি।

[অধীর মুখ তুলিয়া বিজয়ের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তিনি মুখ নত করিলেন]

বিজয়। কাঁদছো ?—আমারে লেগেছে ভয় ?
কেঁদোনা অধীর !—আমি তোর—

অধীর। বড়দা !

বিজয়। আমি কি এখনও তাই আছি অধীর ?

অধীর। কেন থাক্‌বে না, দাদা ?

বিজয়। আমি কি পাগল হয়ে ছিলুম অধীর ?—নইলে হত্যা—

অধীর। বড়দা !

বিজয়। এই সংসার থাক্‌বে, এই আমার সাধেরপুরী থাক্‌বে,—বিজিত থাক্‌বে, তুই থাক্‌বি—সবই থাক্‌বে, আমি তখন কোথায় থাক্‌বো অধীর ? আমি যে নরহন্তা ! আমার শাস্তি হয় আজীবন কারাবাস, না হয়—না হয়—অধীর !

অধীর। বড়দা ; তুমি অস্থির হয়েছো।

বিজয়। [ধীরে ধীরে] আমি যে নরহন্তা—এই সুন্দর আকাশ, এই সুন্দর পৃথিবী, এই সুন্দর প্রভাত,—আমার আর ওতে কোনোই অধিকার নেই। আমার স্পর্শে হয়তো সবই শুকিয়ে যাবে ! [ক্ষণেক পরে] অধীর, একটা গা'না। আরতো শুন্‌বো না তোর গান।—একটা গান গা'

অধীর। তোমার তো কোনো দোষ ছিলো না দাদা।—
এ সব ভাব্‌ছো কেন? চলো অন্যত্র যাই।

বিজয়। আগে তুই গা'—

[অধীর গাহিলেন]

গান

নিখিল বিশ্ব সুন্দর সব তোমারি পুণ্য পরশে,
হে মোহন, সুন্দর তব দরশে।
আকাশে-বাতাসে তব আবাহন,
সাগর-সঙ্গীত গাহে তোমার কীর্ত্তন
আমার হৃদয়ে তোমার আসন,
হে সুন্দর, তুমি এসো।
তুমি পুণ্য, তুমি নির্ম্মল,
তুমি শিব, তুমি সুন্দর,
হে পিযূষ, এসে—
আমার কলুষ নাশো।

বিজয়। অধীর!

অধীর। বড়দা!

বিজয়। তোর গানে সত্যই সুন্দর এসেছিলো আমায় শান্তি দিয়ে গেছে। আয়, যাই'।

অধীর। এসো দাদা।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

মোহিত ও হরিশর্ম্মা।

মোহিত। বুঝেছো ঠাকুর, কি করেছো তুমি ?

হরি। আমায় ক্ষমা করো মোহিত! আমি সর্ব্বনাশ করেছি।

মোহিত। তুমি সর্ব্বনাশ করেছো। কিন্তু সে যে কত বড় সর্ব্বনাশ—আগে যদি বুঝতে! শুভ্র-জ্যোস্না-পুলকিত বাসন্তী রাত্রি দেখেছো বৃদ্ধ ?—কাল ঝঞ্ঝার মতো সেই জ্যোৎস্নাকে তুমি বিষের নিশ্বাসে পুড়িয়ে দিয়েছো! ধরার বুকে কখনো নন্দনের ক্রীড়া দেখেছো ?—নিষ্ঠুর

বাতব্যাধির মতো সেই উচ্ছ্বসিত ক্রীড়াকে তুমি স্তব্ধ পঙ্গু করে দিয়েছো! একটা ঢল ঢল তরুণ হাসি ফুট্‌তে না ফুট্‌তে তুমি তা'র মুখে নরকের দুঃস্বপ্ন ছিটিয়ে দিয়েছো! তুমি এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছো না—প্রতিহিংসায় অন্ধ ব্রাহ্মণ, কি তুমি করেছো!—

হরি। মোহিত!

মোহিত। একটা আনন্দ-উৎসবকে তুমি মৃত্যু-যজ্ঞে পরিণত করেছো!—বৃদ্ধ জমিদার এ যজ্ঞের কর্ম্ম-কর্ত্তা, তুমি এর পুরোহিত, আর আমি—আমি এ যজ্ঞের ইন্ধন রচিয়েছি! উঃ! [ক্ষণেক পরে] কিন্তু আমি অজ্ঞাতে করেছি; আমার হত-অদৃষ্ট আমার অজ্ঞাতে আমায় অপরাধী করেছে। নইলে তোমাকে আমি কেন বিশ্বাস করেছিলুম বৃদ্ধ!—ক্ষুদ্র এই জীবনের জন্য কত অভিশাপের ভার তুমি জমিয়ে রেখেছিলে ঈশ্বর! আকুল আশায় ছুটে গেছি,—বিশাল সাগর-বক্ষ আমার স্পর্শে শুষ্ক হয়ে গেছে! একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে চেয়েছি,—ফেল্‌তে না ফেল্‌তে শত বেদনার নিশ্বাস বক্ষের পঞ্জর ভেদ করে বাহিরে ছুটে এসেছে! উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে একটীবার মাত্র তোমায় করুণাময় বলে ডাকৃতে মুখ তুলেছি,—কণ্ঠ চিরে সহস্র অভিযোগ আমার উদ্যত-বাণীকে মূক করে দিয়েছে! এমনি দগ্ধ-জীবনের

ঝঞ্ঝা-প্রহারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন আমি তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কুল পেলুম। স্নেহ-কোমল কয়খানি হস্ত কতই না করুণায় আমায় কোলে টেনে নিলে। কিন্তু দু'দিন না যেতেই সেই স্নেহের বন্ধন থেকে ছিনিয়ে নিতে শ্মশান তা'র কঙ্কাল-বাহু দু'খানি প্রসারিত করে দিলে। সে আক্রমণ থেকে স্নেহের বাহু কয়খানি প্রবল করুণায় আমায় বুকে আঁক্‌ড়ে রাখ্‌লে।

তা'রপর ?—শোনো বৃদ্ধ !—তা'রপর, বৃদ্ধ তুমি, পরম আপন জেনে জীবনের সমস্ত গুপ্ত-ইতিহাস—যা' কেউ জান্‌তো না—তোমার কাছে ব্যক্ত কর্‌লুম। আমি তোমাকে বিশ্বাস কর্‌লুম। কিন্তু সেই বিশ্বাসের বিনিময়ে, অপমানের প্রতিহিংসায় অন্ধ তুমি এই মহা সর্ব্বনাশকে ডেকে আন্‌লে! এই সর্ব্বনাশ-যজ্ঞের পুরোহিত তুমি! আর আমি তার ইন্ধন রচিয়েছি!—হতভাগ্যকে কেন বুকে টেনে নিয়েছিলে বন্ধুগণ!—আর কত জ্বালাবে ভগবান! অভিশাপের বোঝা ক্ষুদ্র এই জীবন থেকে সরিয়ে নাও প্রভু, না হয়, যেখানে নিতে হয় নিয়ে যাও—নিয়ে যাও!

হরি। মোহিত! মোহিত! আমাকে ক্ষমা করো।

মোহিত। ঐখানে—ঐ তাঁর কাছে চান্‌, তাঁ'কে ডাকুন চাটুয্যে মশায়, সে যদি দয়া করে! ঐ—ঐ তাঁর কাছে—[উপরে নির্দ্দেশ]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

স্থান—বিজয়ের কক্ষ । কাল—অপরাহ্ণ ।

বিজয় ও অরুণ । অরুণের স্কন্ধোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া বিজয় কাঁদিতেছিলেন । অরুণ তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ।

রুদ্ধকণ্ঠে বিজয় কহিলেন, "অরুণ ! ভাই আমার ! তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিবার মুখ-ও যে আমার নেই !"

অরুণ । মার্জ্জনা চাইবে কা'র কাছে বিজয় ! সকল মার্জ্জনার দান যে একদিনেই বহু আগে নিঃশেষ হয়ে গেছে । হৃদয় নুইয়ে ভেঙ্গে পড়্‌তে চেয়েছে বেদনায়, তবু ঐ বেদনা-খানিকেই বুকে আঁকড়ে ধরেছে সে ;—তা'র সুখের সমাধি যে ঐ বেদনার তলে ! তা'র সকল-সুখের স্মৃতি দিয়ে গড়া যে এই দুঃখ ! তোমার উপর রাগ করবার ক্ষমতাটুকুও যে আমি হারিয়ে বসেছি ভাই ! সেদিন আমার উদ্যত-আলিঙ্গন ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম—বড় দুঃখেই গিয়েছিলুম ! কিন্তু সেই ফিরিয়ে নেওয়ার দাহন টুকু কত বড় দুঃখ হয়েই যে জেগে রয়েছে এখানে ! নিজেই নিজেকে

মার্জ্জনা করতে পারিনি বিজয়! নিজের অভিশাপে নিজেই পুড়ে মরছিলুম; বেদনার নিশ্বাসকে চেপে রাখতে সকল অভিমান আমার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছিলো যে ভাই!

বিজয়। অরুণ! অরুণ! কোথায় তুমি স্বর্গের পুণ্য সিংহাসনে, আর কোথায় আমি—নরকের অন্ধ-গুহা-তলে!

[রাজীব লোচনের প্রবেশ]

রাজীব। বিজয়!

বিজয়। একি! আপনি! এখানে!

অরুণ। একি, বাবা।

রাজীব। বিজয়! বৃদ্ধ রাজীবলোচন আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছে!

[অরুণ ও বিজয় নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

রাজীব। বিশ্বাস হচ্ছে না?—সত্যই আমি আজ ভিখারী বিজয়! ভিক্ষা দাও।

বিজয়। এ কি বলছেন আপনি? এ কি? আপনি কি—

রাজীব। উন্মাদ?—এখনো হইনি। কিন্তু হয়তো তা'ই হতে হবে। বলো বিজয় আমায় ভিক্ষা দেবে—আমায় ক্ষমা করবো? [বিজয় পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক্। রাজীব লোচন

দুইহস্তে বিজয়ের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন] বলো বিজয়, আমায় ক্ষমা-ভিক্ষা দেবে ?

বিজয়। আপনি—এ কা'র কাছে ক্ষমা চাইছেন ? গর্ব্বোন্নত তুঙ্গ আসন ছেড়ে একি সেই অভিমানী আপনি নেমে এসেছেন এ ভাবে—এখানে ? আপনি ?—অরুণ !

অরুণ। বিজয় !

বিজয়। এ কি রহস্য !

রাজীব। রহস্য নহে। এ সাক্ষাৎ সত্য। আমি—অভিমানী গর্ব্বী রাজীবলোচন আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি বিজয় !

বিজয়। আপনি ভিক্ষা চাইছেন আমার কাছে !—আর, আপনি অরুণের পিতা ! স্থির হউন পিতা ! সমস্ত তপ্ত অতীত এই শুভ বর্ত্তমানের মাঝে লুপ্ত হয়ে যাক্। সকল গত-স্মৃতি এই সুন্দর বর্ত্তমানের গর্ভে বিস্মৃত হয়ে যাক। স্থির হউন পিতা !

রাজীব। বাঁচালে পুত্র ! অনেক শান্তি পেলুম ! মোহিতকে ডেকে এনো অরুণ !—সেও যদি ক্ষমা করে !

[মোহিতের প্রবেশ]

মোহিত। মোহিতের কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন নেই। যেদিন জেনেছি আপনি অধীরের পিতা,

অরুণদা'র পিতা, সেদিন থেকেই সকল অতীত আমার কর্ম্মফল বলে মেনে নিয়েছি। আপনি আমার অতি বড় শত্রু হলেও আজ আমি আপনাকে পিতা বলে সম্বোধন করছি। জানেন পিতা, আপনার দ্বারা শৈশবে তাড়িত কাঙাল মোহিতের পুনর্জ্জীবন যে—আপনারই পুত্রের দান। অধীর একটা স্বর্গের সঙ্গীত পিতা!—আর তা'র জন্মদাতা আপনি। আমি সকল অতীত বিস্মৃত হয়েছি পিতা!

রাজীব! চরম শান্তি পেলুম। আমায় ক্ষমা করে পিতা বলে ডেকেছো। এসো,—পিতার আলিঙ্গন নাও! [আলিঙ্গন] কিন্তু জানো কি মোহিত, আমি তোমার কি করেছিলুম? জানো কি আমি পিতৃমাতৃহীন তোমার সব কেড়ে নিয়ে তোমাকে পথে তাড়িয়ে ছিলুম; তোমার জীবনের উপর চক্রান্ত করেছিলুম? জানো কি, যে ছুরিকা সেদিন বিজিতের হাতে বিঁধেছিলো, আমি তা'কে তোমারই বক্ষ বিদ্ধ করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলুম? জানো কি মোহিত—

মোহিত। জানি। তবু আপনাকে আজ পিতা বলে সম্বোধন করছি।

রাজীব! তুমি কি এখন ক্ষমা করবে না ঈশ্বর!—মোহিত, তবে তোমার এই বোঝা তুমি নাও। এ পাপ-

স্তূপ আর আমি বইবো না। এর জন্য আমি মনুষ্যত্ব হারিয়েছি! আমায় রিক্ত হ'তে দাও এখন!—অরুণ! পুত্র!

অরুণ। আদেশ করুন পিতা!

রাজীব। পিতাকে অভিশাপ দিয়ো না পুত্র!

অরুণ। অভিশাপ দেবো!—তুচ্ছ সম্পত্তির বিনিময়ে আজ যে আমার পূর্ণ-স্নেহময় পিতাকে ফিরে পেয়েছি বাবা! কাঁচ গেছে,—আমি কাঞ্চন পেয়েছি বাবা!

রাজীব। উঃ! কি অন্ধকারে আমায় ঢেকে রেখেছিলে প্রভু!—কি আমি স্বেচ্ছায় হারিয়েছিলুম!

[হরিশর্ম্মার প্রবেশ]

হরি। অরুণ! অরুণ! অনুতপ্ত বৃদ্ধকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো বিজয়! ক্ষমা করো বাপ সকল! —নইলে তার পরপারের পথ যে বন্ধ হয়ে যায়!

বিজয়। এ কি আজি আনন্দের দিন! এ কি সুখ! —কিন্তু হায়! নরহন্তা আমি, অভিযুক্ত হত্যা অপরাধে!

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—বিজিতের কক্ষ। কাল—সায়াহ্ন।

[বিজিত ও অধীরের প্রবেশ]

বিজিত। [অর্দ্ধ স্বগত]

কেঁদোনা বিজিত! বহু কাঁদিয়াছো।
সমস্ত জীবন পাবে কাঁদিবার তরে,
কাঁদিয়ো তখন। ক্রন্দন জীবন-সাথী
হবে অতঃপর। এবে স্থির অকম্পিত করে
হানো বজ্র। অটল হিমাদ্রি সম রহ স্থির,
কাঁপিয়ো না, কাঁদিয়ো না। ফেলিয়ো না
একটী নিশ্বাস। দিতে হবে আজন্মের
স্নেহ-প্রতিশোধ!

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণ। বিজিত!

বিজিত। বলো দাদা!—আঁখি-নীরে পাষাণ গলে না!

অরুণ। ভেবে দেখ্ ভাই! তোর মুখের একটী কথার পরে নির্ভর করে

দাদার জীবন তোর। এতে তোর কোনো পাপ নাই।
বিজয় সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আর, যদি
হয়ে থাকে পাপ কিছু এতে,—এও শুধু
তোর লাগি'। অন্য কিছু করিতে হবে না তোর;
শুদ্ধ বলিবি দাঁড়িয়ে, "কে করিয়াছে হত্যা
আমি নাহি জানি!" এইমাত্র— আর কিছু
করিতে হবে না তোরে। এতে যদি পাপ হয়
কিছু—আমরা সে পাপ-ভাগী হবো।
অন্য যাহা করিবার আমরা করেছি।
কোনো দিকে কোনো ছিদ্র রাখি নাই বাকী।
এ হত্যার কোনোই প্রমাণ পাইবে না
কেহ। তোর পরে এবে নির্ভর করে
জীবন-মরণ।

বিজিত। এত অনুনয় কা'রে করিতেছো দাদা!—
তোমাদের বিজিত মরিয়া গেছে।
এ শুদ্ধ কঙ্কাল তার; কঙ্কালে শোনে না
কথা। যা'রে দেখিতেছো এই—এ, বংশের
অভিশাপ! এ এক জল্লাদ!

অরুণ। বিজিত! আমাদের অনুরোধ, অনুনয়,
কাতর প্রার্থনা; সর্ব্বোপরি স্নেহময়

দাদা তোর, তোর মুখ চেয়ে।—তবু তুই
অটল, কঠিন!

বিজিত। তবু আমি অটল, কঠিন! তবু আমি
নির্ম্মম দানব!

অরুণ। ভেবে দেখ ভাই! আমি
বিজয়েরে লইয়া আসি। [প্রস্থান]

বিজিত। অধীর! অধীর!—বুক বুঝি ফেটে যায়!

[দুইহস্তে অধীরকে টানিয়া আনিয়া প্রবল আবেগে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মতো কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—]

কেন নিয়েছিনু হায়, এ দীক্ষা ভীষণ!
কেন করেছিনু সত্য—'মিথ্যা কহিবো না!'
কেন মরি নাই পূর্ব্বে! অধীর!
এমন কি কেহ নাই—যে আমারে মুহূর্ত্তের মাঝে
দুর্ব্বাসার অভিশাপে ভস্ম করে' দিতে পারে!

অধীর। এ কি কর্‌লে ঈশ্বর!

বিজিত। অধীর! আমারে বলে দে পথ।
একদিকে স্নেহময় আরাধ্য-দেবতা
দাদা মোর মুখ পানে চেয়ে। অন্য দিকে
সত্য ঐ নির্ব্বাক—ভীষণ!

আমারে বলে দে পথ।

অধীর। ছোড়্‌দা!

বিজিত। আমি নির্ম্মম দানব!

দাদা! বুক চিরে স্নেহ দিয়ে ভাল বেসেছিলে।

লও প্রতিফল!

স্নেহ-ভালবাসা! মরে মুছে যাও এই

সংসার হইতে। থাক শুধু অভিশাপ!

[বিজয় ও অরুণের প্রবেশ]

বিজয়। বিজু! ভাই!

বিজিত। [উচ্চৈস্বরে] অভিশাপ দাও—অভিশাপ!

[উন্মত্তের মত বিজিত বিজয়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উভয়ের বক্ষে বক্ষ ও স্কন্ধে স্কন্ধ সংলগ্ন হইল]

বিজয়। অভিশাপ ?—তোরে অভিশাপ দিবো—আমি ?

—করি আশীর্ব্বাদ, সত্য তোর থাকুক অটুট, ধর্ম্ম

তোর থা কুক অক্ষত।

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—রাজপথ।   কাল—অপরাহ্ন।

[পথ দিয়া কয়েকজন লোক যাইতে যাইতে কথোপ-কথন করিতেছিল।]

১ম ব্যক্তি! আরে ভাই, দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলুম, তবু মানুষ চিন্‌তে পারলুম না।

২য় ব্যক্তি। ঠিক বলেছো দাদা 'এ ভবে মানুষ চেনা বিষম দায়'।

৩য় ব্যক্তি। সাহেব পর্য্যন্ত শুনে অবাক হয়ে গেলে।

২য় ব্যক্তি। হবে না?—কেমন দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আমি গুলি কর্‌তে দেখেছি।

১ম ব্যক্তি। আরে ভাই, ভিতরে কথা আছে হে, কথা আছে!

৩য় ব্যক্তি। আরে রেখে দাও তোমার কথা আর টথা।

২য় ব্যক্তি। আহা! শুন্‌তে দাওনা হে বিষয়টা। তুমি কি কিছু জানো নাকি দাদা?

১ম ব্যক্তি। এ আর জান্‌তে কারই বাকী আছে হে। তোমরা দেখছি দুনিয়ার কোনো খবরই রাখো না।

৩য় ব্যক্তি। ঠিক্—ঠিক্! আমি বুঝে ফেলেছি। ও সব বিষয়-আশয় নিয়ে—

১ম ব্যক্তি। আঃ! তুমি তো ভারী চ্যাংড়া হে বাপু! কথাটা পূরোতেই দাও না।

৪র্থ ব্যক্তি। আমার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হয় না। ছোট বাবুকে আমি জানি। তাঁর এমন স্বভাবই নয়।

১ম ব্যক্তি। আর বিশ্বাস হয় না! বাপু হে, আরো বড় হও—এখনো অনেক শিখ্‌বার বাকী আছে।

[বলিতে বলিতে সকলে প্রস্থান করিল। ২য় ব্যক্তি গান ধরিল, "এ ভবে মানুষ চেনা বিষম দায়।]

নবম দৃশ্য ।

স্থান—স্কাউট মাষ্টারের কক্ষ । কাল—রাত্রি ।
স্কাউট মাষ্টার ও বিজিত ।

বিজিত । [স্কাউট-ব্যাজ হস্তে লইয়া] গুরুদেব ! গুরুদেব ! এই ফিরিয়ে নিন্ আপনার ব্যাজ । দেখুন, এর মর্য্যাদা আমা হ'তে একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি । দেখুন, এর মাঝে এতটুকু কালিমার দাগ পড়েনি । দেখুন, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমি কেমন করে একে উজ্জ্বল রেখেছি ! এই নিন্, গুরুদেব ! আপনার দান—আপনি ফিরিয়ে নিন্ ।

স্কাউট মাষ্টার । এসো কর্ত্তব্য-কঠোর বীর ! এসো সফল-সাধক তাপস ! এসো প্রেমিক তরুণ ! আমার পূর্ণ-হৃদয়ের স্নেহ-অর্ঘ্য দিয়ে তোমায় আজ অভিনন্দন দিচ্ছি । এসো শিষ্য আমার !

বিজত । অভিনন্দন—ফিরিয়ে নিন্ গুরু, ফিরিয়ে নিন্ । আমার ভ্রাতৃ-অভিশাপে এ যে বিষাক্ত হয়ে গেছে—আমার ভায়ের তপ্ত নিশ্বাসে এ উষ্ণ হয়ে আছে ! ফিরিয়ে নিন্ এই আপনার দান ! দেখুন, একে আমি এতটুকু মলিন

হতে দিইনি ! দেখুন, আমি এর অপমান করিনি ! দেখুন, সর্ব্বস্ব দিয়ে কেমন করে আমি একে উজ্জ্বল রেখেছি !—ফিরিয়ে নিন্ ! ফিরিয়ে নিন্ !

স্কাউট মাষ্টার। স্থির হও বিজিত ! এত অধীর হয়ো না।

বিজিত। স্থির আছি গুরুদেব ! নইলে—দেখেন নি আপনি—স্থির পদে দাঁড়িয়ে এমনি করে নিজের হাতে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়ে এসেছি ! এতটুকু কেঁপে উঠিনি—এতটুকু টলিনি। স্থির আছি—নইলে এ পারতুম না। কত মিনতি, কত ক্রন্দন, কত জ্বালা, কত দহন—সব সহ্য করেছি। চারিদিকে কত কাতর-চক্ষুর আকুল প্রার্থনা দেখেছি,—তবু কাঁপিনি, তবু একবিন্দু অশ্রু ফেলি নি তবু কণ্ঠ চেপে ধরিনি !—গুরুদেব ! গুরুদেব ! তবু বুক ফেটে যায় নি !

স্কাউট মাষ্টার। মহৎ শিষ্য ! এমনি করেই তো সত্যেরপথে চল্‌তে হয়। এই চলার মাঝেই যে সকল গৌরব, সকল সাফল্য, সকল পুরস্কার !

বিজিত। এ যে রক্ত দিয়ে উপার্জ্জন করা গৌরব গুরুদেব !

স্কাউট মাষ্টার। ওখানেই যে সকল সাফল্য বিজিত ! দুঃখ যদি ভোগ করতেই হলো, তবে একটা অসাধারণ

রকমেরই কর্‌বো। ভুলে যেয়োনা বিজিত, সেই মহাবাণী— যা' তোমায় অনেক দিন শিখিয়েছি, "যে দুঃখ এক নিমেষে আসে, নিমেষে যায়, সে দুঃখ আমার নয়। যে দুঃখ এক ফোঁটা অশ্রু সলিলে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে ফুরিয়ে যায়, সে দুঃখ আমার নয়। যে দুঃখ মানব-সভ্যতার বুকে ভৃগু-পদচিহ্ন আঁকিয়া দিল না, সে আবার একটা দুঃখ কি? দুঃখ পাইব তেমন, যাহা দু'চার জন্ম বুকের উপরে ক্ষতের চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। আঘাত পাইব তেমন, যাহা হৃদয়-শোণিতের রক্তমস্রোতে বিশ্ব-সুখের মন্দাকিনী বহাইবে,— সন্ধ্যামন্ত্র পড়িবার কালে যেন বেদনিষ্ঠ সাম-ব্রহ্মচারী জাহ্নবী-যমুনার তীর্থ-সলিলকে আহ্বান না করিয়া আমার এই ব্যথার মন্দাকিনীকে ডাকিয়া আনে!"

বিজিত। মানুষের এ যে বড় কঠিন দেব!

স্কাউট-মাষ্টার। কিছু নয়। পুষ্প ফোটে—অত্যন্ত 'সহজ সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠে' কিন্তু এতে তার তো কোনো গৌরবই নেই; কারণ এ যে ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা; দিনের রবি ডুবতে না ডুবতে সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ বিরাট, তাই তা'র দুঃখও বিরাট! 'এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্ব সংসারের মাঝে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্—অশ্রুজলেই

তা'র রাজ্যাভিষেক। মানুষ মহৎ, কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গমং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

বিজিত। সবই বুঝি গুরুদেব! কিন্তু সকল বুঝা-না বুঝা যে এক হয়ে গেছে!

স্কাউট মাষ্টার। না বিজিত! মনুষ্যত্বকে সতেজে উচ্চে তুলে ধরেছো তুমি। এখন তো নুয়ে ভেঙে পড়্‌লে চল্‌বে না! আর, এখানেই তো সকল হিসাবের সমাপ্তি নয়। সকল পুরস্কার—ঐ হোথায় জমা হয়ে থাকে একজনের চির-সতর্ক দৃষ্টি অহর্ণিশি বিশ্ব জুড়ে সদা-জাগ্রত হয়ে চেয়ে আছে। সে তোমায় ভুলে নি। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তুমি তাঁর পূজা করেছো, সে তাঁ'র সকল আশীর্ব্বাদ—সকল পুরস্কার—ঐ দেখো বিজিত!—ঐ চেয়ে দেখো!—।

নিকটবর্ত্তী কক্ষ হইতে বিজয় বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন,

"বিজিত! প্রিয়তম! মুক্ত আমি—সসম্মানে!"



প্রিণ্টার—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ক্ষিতীশ প্রেস
৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা